বাল্মীকির জয়।

THE THREE FORCES,

(PHYSICAL, INTELLECTUAL AND MORAL.)

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ,

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

Calcutta

PRINTED BY JODU NATH SEAL,
HARE PRESS, 55, AMHERST STREET.

PUBLISHED BY MESSRS G. C. BOSE & Co.,
33, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

1886.

বাল্মীকির জয়।

THE THREE FORCES,

(PHYSICAL, INTELLECTUAL AND MORAL.)

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ,

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

Calcutta

PRINTED BY JODU NATH SEAL,
HARE PRESS, 55, AMHERST STREET.

PUBLISHED BY MESSRS G. C. BOSE & CO.,
33, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

1886.

বাল্মীকির জয়।

(বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সমালোচন।)

বঙ্গদর্শনে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, পুনর্মুদ্রিত হইলে তাহা বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইয়া থাকে না। "বাল্মীকির জয়" কিয়দংশে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু গ্রন্থের অধিকাংশই বঙ্গদর্শনে বাহির হয় নাই। উহার যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এ অবস্থায় আমরা সমালোচ্য গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অতএব পাঠক যদি অনুমতি করেন, তবে ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। সম্পাদকের অনুমতি পাইয়াছি।

দুঃখের বিষয়, সমালোচনা আরম্ভ করিয়া, আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, এখানি কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহা পদ্যে লিখিত নহে, সুতরাং সমালোচক সম্প্রদায় ইহাকে কাব্য বলিবেন না। ইহা নাটক নহে আমি নিশ্চিত জানি, কেননা ইহা কথোপকথনে বিন্যস্ত নহে। ইহাকে নভেলও বলিতে পারিলাম না, কেননা ইহাতে নায়ক নাই, নায়িকা নাই, ভালবাসা নাই, কোর্টসিপ নাই, বিবাহ নাই, লুকোচুরি মারামারি খুনোখুনি কিছুই নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথা আছে কিন্তু পুরাণ নহে; দিগ্বিজয়ের কথা আছে কিন্তু ইতিহাস নহে; একটা সৃষ্টির বিবরণ আছে কিন্তু

বিজ্ঞান নহে; নক্ষত্রনীহারিকার কথা আছে, কিন্তু জ্যোতিষ নহে; মনুষ্যকে পশু করিবার কথা আছে, অথচ "Origin of species" নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিম্ভূত কিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভাল, গ্রন্থের জাতিনির্ব্বাচন করিতে না পারি, এক রকম পরিচয় দিতে পারিব। গ্রন্থকার নিজে টাইটেল পেজে এক প্রকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "The Three Forces—Physical, Intellectual, and Moral." ইংরেজি ভাষার শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু বুঝিয়া থাকি। Force ত কিছু দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাটমূর্ত্তি—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি! যদি বল এই তিনটিই আমার Force, আমার উত্তর, তোমার Force লইয়া গঙ্গা-জলে ফেলিয়া দাও, আমি এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা করিব। তোমার মানবদেবী অপেক্ষা আমার দুর্গাঠাকুরাণী অনেক ভাল। দুর্গাঠাকুরাণীকে গড়িতে পারি, তাই পূজা করিতে পারি। মানবদেবী কোথায়?

কথা অনেক দিন হইতে দেশে আছে—কোন্ কথা নাই? তিনটি force—physical, intellectual, moral. ত্রিগুণ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, অথবা তমঃ রজঃ, সত্ত্ব, বহুকাল হইতে আছে। ক্রমে তিন গুণ ত্রিমূর্ত্তিতে পরিণত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। কিন্তু এই ত্রিমূর্ত্তিতে আর কাজ চলে না—ইহাঁরা কেবল দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। দুই জন মন্দিরে বসিয়া চাল কলা মহার্ঘ্য করেন, আর একজন কেবল দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রে। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং—আমরা অন্য ত্রিমূর্ত্তির অনুসন্ধান করি।

যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম যে দেখাইবে, সে গুরুদেব এক্ষণে সাগরপারে। ইউরোপ হইতে কর্ণরন্ধ্রে মন্ত্র প্রেরিত হইতেছে, পূজা কর এই ত্রিমূর্ত্তি Physical, Intellectual, Moral! দেখ Physical—আমাদের এই বাহ্য সম্পদ! এই অতুল ঐশ্বর্য্য! এই অসংখ্য অজেয় সেনা! Intellectual—সে এই সেক্ষপীয়রের নাটক, এই গেটের কাব্য, এই কান্টের দর্শন, এই ইউরোপীয় বিজ্ঞান-সমুদ্র!! আর Moral? বুঝি শুধু খ্রীষ্টধর্ম্ম। এ ত্রিমূর্ত্তিতেও আমাদের মন উঠিল না—আমরা আপনাদের জন্য ত্রিমূর্ত্তি গড়িব। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং! দেখি চল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্ত্তি কি প্রকার।

তুমি যেই হও না কেন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কর কি? তুমি বলিবে—আমি আপনার অন্নবস্ত্রের যোগাড় করি। কে তোমাকে অন্নবস্ত্র দেয়? সমাজ। তুমি যেই হও, তুমি সমাজের খাটিয়া দাও—সমাজ তোমাকে খাইতে দেয়। যেই যাই করুক, সব পরের কাজ। সকল কাজের শেষ ফল সমাজের উপকার।

এই সমাজের উন্নতির জন্য বহু সহস্র বৎসর হইতে সমস্ত মনুষ্যবংশ চেষ্টা করিতেছে। সমাজের অনেক উন্নতিও হইয়াছে। কিন্তু এখনও মানুষের মন উঠে না। অনেকেই বলে সমাজ এখনও বড় অবনত। উন্নতির এক আধটা সোজা উপায় বাহির হয় না কি? সোজা উপায় গোটা কতক প্রথম ফরাসিস রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। তাহার একটার বীজমন্ত্র "Fraternity!" ভ্রাতৃভাব। যখন

মনুষ্যে মনুষ্যে দ্বেষশূন্য হইবে, যখন কেহ কাহারও অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে না, যখন সকলেই সকলের উপকারে ব্রতী হইবে, তখন সবাই অপর সবাইকে ভাল বাসিবে; যখন মনুষ্যে মনুষ্যে "ভাই ভাই" সম্বন্ধ হইবে তখনই মনুষ্যসমাজ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইবে। এই "ভাই ভাই" সম্বন্ধ যাহাতে ঘটিয়া উঠে, তাহাই সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

কথাটা বড় পাকা কথা বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। এ দেশের অবস্থা আমরা যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে ভ্রাতৃভাবকে বড় একটা শান্তিময় পদার্থ বলিয়া বোধ হয় নাই। আমাদের ভয় হয় যে, যদি সকল বাঙ্গালীতে ভ্রাতৃভাব ঘটিয়া উঠে—তাহা হইলে ঘরাও বিবাদে আর শরিকী মামলা মোকদ্দমায় দেশটা পয়মাল হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে জেলায় জেলায় হাইকোর্ট আর গ্রামে গ্রামে সব জজ নহিলে চলিবে না। আমাদের দেশী পণ্ডিত চাণক্য ঠাকুর ইহার অপেক্ষা সার বুঝিয়াছিলেন; ভাতৃভাবে হইবে না—আত্মভাব চাই। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু দেখিতে হইবে। আরও মধুর—সর্ব্বভূতেষু!

যাই হউক, আমরা ধরিয়া লই যে, এই গ্রন্থে যেখানে "ভাই ভাই" পড়িব সেখানে মনুষ্যে মনুষ্যে অবিচল, পবিত্র প্রেম বুঝিব। এই পবিত্র প্রেম, এই ভ্রাতৃভাব কিসে হইবে? কেহ বলেন বাহুবলে। সব জয় করিয়া, একচ্ছত্রাধীন কর, এক খড়্গে শাসিত কর, এক আইনে বদ্ধ কর, সবাই একাচার, কাজেই একপ্রাণ হইবে। সে বৎসর লর্ড সালিসবারি একটা সভায় বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের একচ্ছত্রাধীন সমস্ত ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে একীভূত হইতেছে। বৎসর কত হইল,

আমেরিকার দক্ষিণ ভাগ নিগ্রোকে ভাই বলিতেছে না দেখিয়া, উত্তরভাগ তরবারি লইয়া দক্ষিণকে রক্তস্রোতে ডুবাইয়া ভ্রাতৃ-মন্ত্র জপাইল। আর এক সম্প্রদায় বলেন, পণ্ডিত হও! আমি যাহা শিখাই শিখ, আমি যে শিকল পরাই পর, সকলে এক অবস্থায় দাঁড়াইবে—সকলেই ভাই ভাই হইবে। মধ্যকালে ইউরোপের রোমীয় পাদ্রীরা এই সম্প্রদায়ের লোক। যাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষের মর্ম্ম না বুঝেন, তাঁহারা ঐ ব্রাহ্মণগণকে এই দলভুক্ত করেন। আর একদল বলেন, "আমাদের বাহুবল নাই, বিদ্যাবল নাই—আছে কেবল বাক্যবল; আমরা পরের জন্য কাঁদিতেছি, তোমরা দাঁড়াইয়া একবার শুন দেখি। তাহা হইলেই তোমরা ভাই ভাই হইবে।" যীশু ও শাক্যসিংহের ন্যায় ধর্ম্মবেত্তা, সোক্রেতিসের ন্যায় নীতিবেত্তা, আর সুকবিগণ এই দলভুক্ত। এই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্ত্তি—এই তাঁহার বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকি। এই তিনকে "Physical, Intellectual, এবং Moral" নাম দেওয়া ঠিক হইয়াছে—এমত আমাদের বোধ হয় না।

যাহাই হউক, এক্ষণে গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করি। লোকে বলে পুণ্যবান্ মনুষ্য মরিয়া স্বর্গে যায়, কিন্তু বেদমতে তাহারা স্বর্গে যায় না। তাহারা ঋভু হয়। ঋভুগণ কোন দিব্য লোকে বাস করেন। গ্রন্থের প্রথম দৃশ্য, ঋভুগণ এক রাত্রে সংমিলিত হইয়া পৃথিবীদর্শনে আসিতেছেন। কাব্যাংশে বাঙ্গলা ভাষায় এ দৃশ্যের তুল্য কোথাও কিছু নাই। সত্য ও ত্রেতা যুগের সন্ধিসময়ে এক অমাবস্যার রাত্রে "সহসা ছায়া পথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইল—তাহার মধ্য হইতে অগণিত-

সংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল। নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঋভুগণ মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশপথ অতিক্রম করিলেন। পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, দেখিতে কতই সুন্দর; কিন্তু যখন তীব্র জ্যোতির্ম্ময় ঋভুগণ শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া —আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল ধূমকেতু উঠিয়াছে, কেহ বলিল নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে।"

ঋভুগণ হিমালয়ে অবতীর্ণ হইলেন। গ্রন্থারম্ভে হিমালয়ের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম না—উহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, এজন্য উদ্ধৃত করিলাম না। ঐ বর্ণনা পড়িয়া, যে অদ্বিতীয় হিমালয়-বর্ণনা আজিও সাহিত্যসাগরে অতুল—তাহা স্মরণ কর। দেখিবে পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে বা গুণে দেশী ক্লাসিকে আর দেশী আধুনিকে কি প্রভেদ! কুমারসম্ভবের কবি,—জগতের কবিকুলের আদর্শ—অতিপ্রকৃত সৌন্দর্য্যের (Ideal) অবতারণায় অদ্বিতীয়, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারে না। কিন্তু আধুনিক কবি প্রকৃতের (Real) বর্ণনায় কি সুচতুর! ইউরোপ হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি। আমাদের চিরমার্জ্জিত পবিত্র অতিপ্রকৃত চরিত্র পরিত্যাগ করিয়া, আমরা, ইউরোপীয় আদর্শ দেখিয়া, পার্থিব অপবিত্র প্রকৃত চরিত্রের অনুসরণ করিতেছি। ইহাকে বলে উচ্চশিক্ষা। নীচশিক্ষা কাহাকে বলিব?

ঋভুগণ হিমালয়শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া গান করিলেন। সে গানে বিশ্ব বিমোহিত হইল। গানের ধূয়া "ভাই! ভাই! ভাই! সকলেই ভাই!" গান করিয়া ঋভুগণ আকাশপথে চলিয়া গেলেন।

"কিয়ৎক্ষণ পরে ঋভুগণ হিমালয়শিখরসমূহ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠাদির বোধ হইল, রাশিচক্র অন্যপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে ঋভুগণ যত দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, বোধ হইতে লাগিল, লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষত্রভাবও রহিল না। বোধ হইল আকাশ প্রকাণ্ড এক শাদা মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল, হরিতালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবে, দ্বাপরের শেষকালে অর্জ্জুন যেমন বিরাটমূর্ত্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, এ সময়েও সেই প্রকার বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শ্বেতমেঘপুঞ্জ হরিতালীগর্ভে নিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহ্বর পূর্ণ হইল। বিশ্বসংসার আবার যেমন তেমনি হইল, আবার নক্ষত্র জ্বলিল, আবার আকাশ স্থির হইল, আবার আকাশের কোমল নীলিমা বিকাশ হইল। পৃথিবীতে প্রভাত হইল ; কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল।"

গান শুনিয়া পৃথিবীস্থ সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিন জনের উপর এই গানের বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল। একজন বাহুবলে বলী দিগ্বিজয়ী রাজা বিশ্বামিত্র। দ্বিতীয় বিদ্যাবলে বলবান্ ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ। তৃতীয় নরহত্যাকারী দস্যু বাল্মীকি।

বিশ্বামিত্র সেই "ভাই ভাই" মোহময় গীত শুনিয়া ভাবিতেছেন যে, তিনি মনুষ্যজাতিকে ভাই ভাই সম্বন্ধে মিলাইতে পারিবেন। "অহং বিশ্বামিত্র। ভুবন জয় ত করি। তাতে কেহ বাধা দিতে পারিতেছে না। সব হাত ত করি। তার পর মিলাইব। কাণে বাজিল, ভাই ভাই। ভাবিলেন যদি পৃথিবীতে এক দিন এইরূপ গাওয়াইতে পারি তবে আমি বিশ্বামিত্র—কিন্তু ' রিব না কি? এ কাজে এ ভুজদ্বয় কি সক্ষম হইবে না?"

বশিষ্ঠ ভাবিতেছেন ঃ—"বুদ্ধির কি মহিমা! একবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়দিগকে কি ফাকিই দিয়াছি। আবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে মিলাইয়াছি, এখন কি অন্য জাতি মিলাইতে পারিব না? ** সর্ব্বশাস্ত্র ত আয়ত্ত করিয়াছি। তেজ কি? শাস্ত্রে ত বলে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ" তার আবার মান অবমান কি? পৌরোহিত্য লাঘব সত্য, কিন্তু ক্ষমতা ত সবই ব্রাহ্মণের। খুব খেলাই খেলিয়াছি। আবার সংহিতা করিতেছি। তারও এই মানে। যোগ শাস্ত্র, তারও ঐ মানে। মান হউক, অবমান হউক, কাজ উদ্ধার করিব; পারিব না কি? তেজঃ, সত্য। ধর্ম্ম, সব মিথ্যা। কাজ সত্য। পারিব না কি? ঋভুরা কেন আসিলেন?"

বাল্মীকি ভাবিতেছেন, "কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই করিয়াছি, এ মহাপাতক কিসে যায়? এ জ্বালা কিসে নিবাই। এই যে ঋভু দেখিলাম। এই যে গান শুনিলাম; তাহাতে হৃদয় জ্বালাইয়া দিল; আমি ইহার সঙ্গে মাতিতে ত পারিলাম না! হায় কেন আমি মানুষ হইয়া-

ছিলাম! কোথায় সব ভাই ভাই হব, না আমায় দেখে সবাই পালায়। হে দেব! কেন আমার এ জঘন্য বৃত্তি হইয়াছিল!”

গোড়াতেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রে একটা দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র উভয়ে প্রভাতে হিমালয় অবতরণ করিতেছিলেন—সাক্ষাৎ হওয়াতে পরস্পরে পরিচিত হইলেন—এবং প্রথমে মিষ্টালাপ হইল। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন,—আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন, বশিষ্ঠের বড় সমারোহে আতিথ্যসৎকার করিলেন, এবং রত্নরাশি তাঁহাকে উপঢৌকন দিলেন। বশিষ্ঠ বিদায়কালে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের তপোবনে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলেন। গিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষাও বশিষ্ঠের ঐশ্বর্য্য গুরুতর। দেখিয়া “বিশ্বামিত্র বলিলেন, ‘মহাশয় আপনি ঋষি, বনবাসী, আপনার এ অতুল ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আসিল?”

বশিষ্ঠ বলিলেন, ‘মহারাজ আমার এক গাভী আছেন, তিনি কামধেনুর কন্যা, তাঁহার নাম নন্দিনী, তিনি আমায় সমস্ত ইচ্ছামত দিয়া থাকেন।’

বিশ্বামিত্র বলিলেন, ‘তবে অল্প উপঢৌকনে আমার তৃপ্তি হইবে না, আমায় সেই গোরুটি দিতে হইবে।’

বশিষ্ঠ বলিলেন, ‘আমি যখন তাহার মার কাছ হইতে তাহাকে লইয়া আসি, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে, উহাকে কখন কাহাকেও দিব না।’”

বশিষ্ঠ গোরু দিলেন না—বিশ্বামিত্র আপনার সৈন্যের প্রতি আদেশ করিলেন, যে গোরু কাড়িয়া লইয়া চল। তখন বশিষ্ঠ

কি করেন—ব্রাহ্মণস্য বলং ক্ষমা। কিন্তু নন্দিনীকে কাড়িয়া লইয়া যায়, কার সাধ্য—নন্দিনীর প্রতি হুঙ্কারে অগণিত-সংখ্যক সেনা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র তাহাদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া নন্দিনীকে ছাড়িয়া দিয়া পলাইলেন।

বাহুবল বিদ্যাবলের কাছে পরাজিত হইল। তার পর এখন বিদ্যাবল ধর্ম্মবলের কাছে পরাজিত হইলেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়—বাল্মীকির জয় ঘটিয়া যায়। কিন্তু নবীন গ্রন্থকার—অব্যয়িত প্রতিভার বলে মহাবলবান্—এ সোজা পথে যাইতে ঘৃণা করিলেন। আমরা এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে লেখকের গতিকে দৃপ্ত সিংহের গতির সঙ্গে মনে মনে তুলনা করিয়াছি।

বিশ্বামিত্র দেখিলেন, "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং—ব্রহ্মতেজো-বলং বলং"—তিনি তখন সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে তপস্যা করিতে গেলেন—তাঁহার কঠোর তপস্যায় দেবগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ব্রহ্মা বর দিতে আসিলেন। বিশ্বামিত্র চান "ব্রাহ্মণত্ব"। কিন্তু বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণের ষড়্‌যন্ত্রেই হউক, আর যাই হউক, ব্রহ্মা কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব দিলেন না। বিশ্বামিত্র কিছুতেই অন্য বর লইলেন না—ব্রহ্মাকে ও ব্রহ্মর্ষি-গণকে হাঁকাইয়া দিলেন। বলিলেন ঃ—

"তোমরা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া আমায় ব্রাহ্মণত্বে বঞ্চিত করিলে। কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মণত্বপ্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মত্ব চাহি, তোমাদের খোসামোদ ও তপস্যা আর করিব না, আমি নূতন পৃথিবী নির্ম্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা

হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। রাখ দেখি তোমরা কেমন পার।”

তপোবলে বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে দুঃখ রহিল না—ব্রাহ্মণ রহিল না। বিশ্বামিত্র তাহার নিয়ন্তা। পাঠক দেখিবেন যে, গ্রন্থকারের বিশ্বামিত্র এখন আর বিশ্বামিত্র নহেন—এখন তিনি বশিষ্ঠ। এখন তিনি বাহুবল নহেন—এখন বিশ্বামিত্র তপোবল, বিদ্যাবল। নন্দিনীর হুঙ্কারে সাগরবৎ সেনা সকল সৃষ্ট হইয়াছিল—বিশ্বামিত্রের ইচ্ছায় নূতন সৌর জগৎ সৃষ্ট হইল। বিশ্বামিত্রকে বশিষ্ঠ করিয়া, গ্রন্থকার আবার তখনই তাঁহাকে বাল্মীকির পথে আনিতেছেন। বিশ্বামিত্র নূতন জগতের নিয়ন্তা—কিন্তু মনুষ্য। মনুষ্য বলিয়া জন ষ্টুয়ার্ট মিল একদিন কাঁদিয়াছিলেন, “সব হইল—কিন্তু সুখ কই?” বিশ্বামিত্রও এখন কাঁদিলেন, “সব হইল, কিন্তু সুখ কই?” সুখের জন্য পৃথিবী হইতে নিজ পুরী ও আত্মীয় স্বজন সহিত কান্যকুব্জনগর উঠাইয়া লইয়া আপনার সৃষ্টিতে চলিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের তপোবল ফুরাইয়া গিয়াছিল, কিছু দূর গিয়া পুরী আর যায় না—পড়িয়া যায়—ব্রহ্মা ধরিয়া নামাইয়া লইলেন। তার পর, বিশ্বামিত্র নিজে স্বীয় সৃষ্টিতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া অজ্ঞান অবস্থায় শূন্য হইতে পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন।

এদিকে বাল্মীকি ঋভুদিগের গান শুনিয়া অবধি দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন তিনি পরের দুঃখে বড় কাতর। পরের দুঃখে কাতর বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে পবিত্রতা জন্মিল। সেই কাতরতাই নীতি,—তাহার প্রকাশ কবিত্ব। পরের প্রতি

প্রীতিমান্ হইয়া বাল্মীকি হৃদয়ে কবি হইয়াছিলেন—ভারতীর কৃপায় তিনি বাক্যেও কবি হইলেন। যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বাল্মীকি প্রতিভা"—পড়িয়াছেন, না তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বাবুর অনুগমন করিয়াছেন।

বাল্মীকি এখন পৃথিবীর নীতিশিক্ষক—প্রথম কবি। তিনি পৃথিবীময় গান করিয়া বিচরণ করেন—সমবেদনা শিখান—তিনি ভাই ভাই মন্ত্রের প্রকৃত সাধক। সম্প্রতি কৌশাম্বীনগরে রাজা যজ্ঞ করিতেছেন—সেইখানে সমস্ত পৃথিবী আহূত ও সমবেত। একটা গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে—এক দল যজ্ঞ করিতে দিবে আর এক দল দিবে না। দুই দলে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। নিবারক একা বাল্মীকি। বাল্মীকির অস্ত্র—অশ্রুজল,—বাণীদত্ত বীণা। এই সময় অনন্ত শূন্য হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে চেতনাশূন্য বিশ্বামিত্র আসিয়া সেই যজ্ঞকুণ্ডে পড়িলেন। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া লোকে ভীত ও বিস্মিত হইল—বাল্মীকির বাক্যবল বাড়িয়া গেল—তাঁহার সকরুণ গানে সমস্ত চরাচর বিমুগ্ধ হইল—লোকের মন ফিরিল—বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া গেল—**বাল্মীকির জয় হইল।**

ব্রহ্মার কৃপায় বিশ্বামিত্র জীবন পাইলেন। বিশ্বামিত্র দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মার স্তুতি ও আপনার অপরাধ স্বীকার করিলেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকিতে মিল হইল। বাহুবল, বিদ্যাবল, ধর্ম্মবল একত্রিত হইল। ব্রহ্মা ঋষিত্রয়কে আদেশ করিলেন যে "সর্ব্বলোকমধ্যে ঐক্য

স্থাপন মানসে নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেছেন। তোমরা তাঁহার ক্রিয়াপ্রণালী স্থির করিয়া রাখ।" বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

তখন তিন জন ঋষি রামায়ণ "Plot" নির্ম্মাণ করিতে বসিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, "রামকে ধার্ম্মিক কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন,"তাঁহাকে রাজনীতিজ্ঞ কর।" বাল্মীকি বলিলেন, "আমি রামকে আদর্শ মনুষ্য করিব।"

রামায়ণ প্রণীত হইল। তার পর রাম অবতীর্ণ হইলে রামায়ণ অভিনীত হইল। তার পর রামায়ণ গীত হইল— নারায়ণ বৈকুণ্ঠে গেলেন। শেষ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার আদেশে দেহত্যাগ করিলেন। বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিমধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন—বিশ্বামিত্র ঋভুদিগের নেতা হইলেন। ব্রহ্মা বাল্মীকিকেও স্বর্গযাত্রার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বাল্মীকি তখন গেলেন না—তাঁহার কার্য্য শেষ হয় নাই, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃভাব তখনও জন্মে নাই। শেষে ব্রহ্মার আদেশে তিনি নভোমণ্ডলে বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। বাল্মীকি সেই বিরাটমূর্ত্তির স্তুতিবাদ করিলেন।

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব
অনন্তবীর্য্যো মিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥"

"তখন ব্রহ্মা বলিলেন, 'বাল্মীকে! তুমি দেখ সকল মানুষ সমান,সব ভাই ভাই, আর সবাই এক। যাও পৃথিবীময়

এই সাম্য ভ্রাতৃভাব ও একতা গাইয়া বেড়াও, তুমি অমর হইলে, তোমারই জয়।'

বিরাটের মুখ হইতে বিরাটস্বরে ধ্বনি হইল 'জয়!'"

পাঠক গ্রন্থের পরিচয় পাইলেন, এখন ইহাকে যাহা বলিতে হয়, তিনি নিজেই বলুন। অনেকে বোধ হয় বলিবেন, এ সকল কেবল পৌরাণিক কথা—আমাদের জানা আছে। যাঁহারা আরও বাহাদুর তাঁহারা বলিবেন, যে এ কেবল গাঁজা। ছায়াপথ ফাটিয়া দ্বিধা হইল, নন্দিনীর প্রতি হুঙ্কারে সহস্র সহস্র সেনা সৃষ্ট হইতে লাগিল, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার ন্যায় দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করিলেন, এ সকল গাঁজা নয় ত কি? যাঁহারা আর একটু সুশিক্ষিত তাঁহারা বলিবেন, এ রূপক। নন্দিনীর প্রতি হুঙ্কারে সৈন্যের সৃষ্টি, ইহার অর্থ সরস্বতীর অনুকম্পায় জড়-বলের উপর মনুষ্যের আধিপত্যস্থাপন। নন্দিনীর এক হুঙ্কারে বারুদের সৃষ্টি, আর এক হুঙ্কারে ধূমযন্ত্র ষ্টীমের কল, বাষ্পীয় পোত, রথ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদি কেহ রূপক বলিতে চান, আমরা তাঁর সঙ্গে বিবাদ করিয়া সময় নষ্ট করিব না। আমরা বলিব, ইহা যদি রূপক হয়, তবে স্পেন্সরের রূপকের মত, রূপক কাব্যে ডুবিয়া গিয়াছে। ইহার রূপকত্ব কেহ দেখিবে না।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অনেক দোষ আছে। কাব্যের গঠন সকল স্থানে কৌশলযুক্ত নহে। যথা, বিদ্যাবলের পরাজয়, বশিষ্ঠে নহে, বিশ্বামিত্রে। বাল্মীকির গীতগুলিতে কারিগরি নাই। কিন্তু আমরা এ সকলের কথা বলিব না। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন কিরণে ডুবিয়া যায়, এও তাই। ইহার গুণ

সকল বলিয়া উঠি এমন সময়ও নাই। কাব্যের প্রধান উৎ-কর্ষ—কল্পনায়। ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমাময়ী। ঋভু-দিগের আগমন, বিশ্বামিত্র, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি, বিশ্বামিত্রের অধঃপাত, কৌশাম্বীর যজ্ঞ, অন্তে বিরাটদর্শন,—যাহা দেখ সকলই মহিমাময়ী কল্পনায় সমুজ্জ্বল। সর্ব্বাপেক্ষা এই বিশ্বা-মিত্রই ভয়ানক মূর্ত্তি। রাবণ বা বৃত্রাসুর যে ছাঁচে ঢালা, এ সে ছাঁচে ঢালা। আমরা রামায়ণের রাবণ বা পুরাণের বৃত্রের কথা বলিতেছি না। মধুসূদনের রাবণ—হেমচন্দ্রের বৃত্রাসুর। সে ছাঁচ বড় ভারি ছাঁচ। কিন্তু মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কাব্যের ধাত্রী ইংরেজি সাহিত্য। ইংরেজি সাহিত্যের পক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাপা জোঁকা বেড়া গোড়া। রাবণ ও বৃত্র প্রকাণ্ড মূর্ত্তি হইলেও মাপা জোকা বেড়া গোড়া। কেবল সেই প্রাচীন পুরাণপ্রণেতারা অপারমেয়, অনন্ত বিরাটমূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে জানিতেন; পৃথিবীতে আর কোথাও এমন কোন জাতি জন্মে নাই যে সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় মানসিক শক্তি ধরিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইংরেজিতে সুশিক্ষিত হইয়াও প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে অতিশয় সুপণ্ডিত, তাঁহার মানসিক শক্তির পরিপোষণে পাশ্চাত্য ও আর্য্য উভয়-বিধ সাহিত্যই তুল্যরূপে প্রবেশ করিয়াছে; এবং এই বিশ্বা-মিত্র প্রণয়নকালে তিনি প্রাচীন আর্য্যসাহিত্যের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যাঁহাদের রুচি পাশ্চাত্য সমালোচকদিগের ব্যবস্থা-নুযায়ী, তাঁহাদের কাছে এ বিশ্বামিত্রের কোন আদর হইবে না।

যেমন কল্পনা, তেমন বর্ণনা। বর্ণনার আমরা অনেক পরিচয় দিয়াছি। ভাষা সমন্ধে মতভেদ হইতে পারে কিন্তু আমরা

এই গ্রন্থের বাঙ্গালাকে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বলি। এই বঙ্গদর্শনে অনেক বার এ পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, সুতরাং সে কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থকার এত অল্প বয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এমন আমাদের স্মরণ হয় না।

বাল্মীকির জয়।

১

বর্ষা শেষ হইয়াছে। শরৎ উপস্থিত। আকাশ পরিষ্কার, মেঘের লেশমাত্রও নাই। নীল—সুনীল—গাঢ়নীল—বর্ণনার অতীত মনোমোহন নীলরঙের ছটার মাঝে বড় বড় তারা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। তারকারাজিমধ্যে ছায়াপথ সমস্ত আকাশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শেষে নিজেও ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর কাদা শুকাইয়া আসিয়াছে, গাছ পালা সতেজে বাড়িয়া উঠিতেছে, আর সবুজরঙের ছটায় পৃথিবীর নবযৌবন প্রকাশ করিয়া দিতেছে। উপরে সব গাঢ় নীল, নীচে গাঢ় সবুজ; যেখানে এই দুইয়ে মিশিয়াছে, সেখানে বোধ হইতেছে যেন এক ফ্রেমে দুই মহৎ চিত্র আঁটিয়া দর্শকের জন্য মাঝখানে একটু স্থান রাখিয়া দিয়াছে।

যখন আকাশ নির্ম্মেঘ, যখন ধুন্ধুলার * সম্পর্ক-মাত্র নাই, সেই সময়ে—সেই সুখের শরৎ সময়ে—কেহ হিমালয়ের মধুরিমা দেখিয়াছ কি? এক দিকে সমস্ত হিন্দুস্থান শতযোজনব্যাপী মাঠের ন্যায়, এক দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পরে—কত পরে বরফের পাহাড় দেখিয়াছ কি? সেই শ্বেত স্বচ্ছ বরফের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, বোধ হইতেছে যেন রাজপুত্রের আগমনে বিশাল নগরীসমূহ নানা দীপমালায় মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়াছ কি? পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কেবল দেখিবে চূড়ার পর চূড়া, তাহার পর চূড়া, তাহার পর আবার চূড়া; শেষ নাই, বিরাম নাই, অনন্ত বলিলেও হয়। বর্ষা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, চারি দিকে ঝরণা হইতে ঝম্ ঝম্ রবে দুধের ফেনার মত শাদা জল বেগে পড়িতেছে, কোথাও তাহার উপর সূর্য্যের আলোকে রামধনু দেখা যাইতেছে, কোথাও কোন নির্ঝরিণী চির-অন্ধকারমধ্য দিয়া চিরকাল অলক্ষিতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, কেহ দেখিতেছে না অথচ গতিরও বিরাম নাই। যেখানে ঝরণা সেই-

---

* পশ্চিমাঞ্চলে যে ধূলায় গ্রীষ্মকালে আকাশ আচ্ছন্নপ্রায় থাকে তাহার নাম ধুন্ধুলা।

খানেই গাছপালা বন, আর যেখানে নাই, সেখানে ভীষণাকার প্রস্তর, কাছে গেলে বোধ হয়, এখনই ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। এখানে এই ভয়ানক উচ্চতা, আবার পরক্ষণেই গভীর খড; তাহার তলা কোথায়?—দেখা যায় না, যদি দেখা যায়, দেখিবে একটি ক্ষুদ্র নদী চলিয়া যাইতেছে, উপলে উপলে জল লাফাইতেছে, নাচিতেছে, আর চলিতেছে। স্থানে স্থানে নীরস কঠিন তরুবর সহস্র বৎসরেরও অধিককাল কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে, আর সেঁউতিলতা তাহাকে জড়াইয়া জড়াইয়া জড়াইয়া পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে।

এই হিমালয় তুমি আজি যেমন দেখিতেছ, ইহা অনন্তকাল এইরূপ, অনন্তকাল ধরিয়া বরফের পাহাড় এইরূপই আছে, ঝরণা এইরূপই বহিতেছে, আকাশও এইরূপ গাঢ় নীল, সবই এইরূপ। শরতেও হিমালয়ের এমনই গভীর অথচ মনোহর, ভয়ঙ্কর অথচ উন্মাদক সৌন্দর্য্য। কিন্তু আমরা যে শরৎকালের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই শরৎকালের অমাবস্যারাত্রে হিমালয়ের এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হইয়াছিল। সে শরৎ সত্য ও ত্রেতাযুগের সন্ধিসময়ে।

২

মানুষ মরিয়া কি হয়? কে বলিবে? কেহ বলে ভূত হয়, যাহাদের পিতা মাতা মরে, তাহারা বলে তাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন। কিন্তু বেদমতে তাঁহারা স্বর্গে যান না। যে সকল লোক পৃথিবীতে সৎকার্য্য করিয়া যান তাঁহারা ঋভু* হন। ইহাঁরা কোথায় থাকেন? কি করেন? কে বলিতে পারে! ইহাঁরা ছায়াপথেরও ওপারে কোন সুখময় ভবনে বাস করেন। উক্ত শরৎ অমাবস্যারাত্রে সহসা ছায়াপথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর তাহার মধ্য হইতে অগণিত-সংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল। নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঋভুগণ মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশপথ অতিক্রম করিলেন। পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, দেখিতে কতই সুন্দর; কিন্তু যখন তীব্রজ্যোতির্ম্ময় ঋভুগণ শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া—আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ

* যে মানুষ সৎকর্ম্ম করিয়া মরণের পর দেবতা হন বেদে তাঁহাকে ঋভু কহে।

মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল ধূমকেতু উঠিয়াছে, কেহ বলিল নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে। ঋভুগণ আজি জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছেন; তাঁহারা যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই, তাঁহারা আসিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন টিব্যায় টিব্যায়* চূড়ায় চূড়ায়, শিখরে শিখরে, ঋভুগণ দাঁড়াইয়া মহা আনন্দভরে গান ধরিলেন। মানবের সাধ্য কি সে গান বুঝে। কিন্তু সে শ্রুতিমনোহর স্বরে জগৎ মুগ্ধ হইল। জগৎ নিস্তব্ধ, আকাশ নিস্তব্ধ, নক্ষত্র অচল, দ্বিফাল ছায়াপথ নিশ্চল, নিস্পন্দ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত—স্তিমিত—মহামোহ-নিদ্রায় অভিভূতবৎ হইল। ঋভুগণ একতানস্বরে গান ধরিলেন। গীতধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর পরিপূরিত করিয়া উন্মুক্ত ছায়াপথ-দ্বারপথে অনন্তে নিলীন হইল।

মুগ্ধ হইয়া পৃথিবীস্থ, আকাশস্থ, ব্রহ্মাণ্ডস্থ, অনন্তস্থ জনগণ এই গান শ্রবণ করিলেন। উহা সকলেরই কর্ণে সুধাধারাবৎ বোধ হইতে লাগিল। যেমন বড় সুখের সময়ে সুখসন্তানবৎ—স্বপ্নবৎ—অর্দ্ধচেতন, অর্দ্ধ-অচেতনবৎ—মোহময়, সুখময়, শান্তিময়, অমৃতময়, দূরস্থ মধুর সঙ্গীতধ্বনিবৎ,

* পাহাড়ের উচ্চ অংশকে পাহাড়িয়া টিব্যা বলে।

কাণে কি জানি কি নিলীন হয়, সেইরূপ সে গীতধ্বনি সকলের কর্ণে লাগিল। কেহই বুঝিল না কেন তাহাদের প্রাণ প্রফুল্ল হইল, অথচ সকলেই মুগ্ধ হইয়া রহিল। কেবল তিন জন লোক গানের অর্থগ্রহ করিয়াছিলেন। তিন জনে গানে মত্ত হইয়াছিলেন, তিন জনে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বর লক্ষ্য করিয়া হিমালয়-চূড়ায় আসিয়াছিলেন। ইহাঁরা ভারতের চূড়া, যতদিন ভারত থাকিবে, যতদিন হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে, যতদিন জগতে মাহাত্ম্যের মান থাকিবে, ততদিন ইহাঁদের নাম লোপ হইবে না।

৩

প্রথম মহর্ষি বশিষ্ঠ, ষষ্টিসহস্র শিষ্যপরিবৃত হইয়া আপন আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহাদিগকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি উপদেশ দিতেছিলেন; কাহাকে বাক্য, বাচ্য, ব্যঙ্গ, কাহাকে প্রমাণ, প্রমেয়, প্রয়োজন, সংশয়, নির্ণয়, ছল, জাতি, হেত্বাভাস প্রভৃতির গূঢ়তত্ত্ব, কাহাকে পঞ্চতন্মাত্রের সহিত লিঙ্গশরীরের ভেদাভেদ, কাহাকে বিবর্ত্তবাদ, কাহাকে পরিণামবাদ বুঝাইয়া দিতেছেন; কাহাকে গোমেধ, অশ্বমেধ, রাজসূয়, অগ্নিষ্টোম, গোষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন; শিষ্য

বিবেচনায় কাহাকেও বা দশকর্ম্মও শিক্ষা দিতেছেন; এমন সময়ে সহসা তাঁহার শিষ্যসমূহ অন্যমনা, স্থির নিস্পন্দ, শেষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাক্‌শক্তিবিহীন হইল। গীতধ্বনি বশিষ্ঠেরও কাণে গেল, তিনি যোগবলে জানিলেন ঋভুগণ আসিয়াছেন। তিনি অমনি যোগবলে হিমালয়ের শিখর লক্ষ্য করিয়া আকাশপথে গমন করিলেন। এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া, ঋভুদিগকে নমস্কার করিয়া একতানমনে গান শুনিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়, বিশ্বামিত্র। ইনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমস্ত দিন সৈন্যচালনা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে হিমালয়ের পাদদেশে শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন। সৈন্যগণ পথশ্রান্তিনিবন্ধন যে যেখানে পাইল সে সেইখানেই তাম্বু গাড়িতে আরম্ভ করিল। বিশ্বামিত্র কয়েক জন মন্ত্রী লইয়া কালিকার সৈন্যচালনার পরামর্শ করিবার জন্য এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীতটে আসিয়া বসিলেন। এমন সময়ে আকাশ আলোকময় হইয়া উঠিল, আর সেই সুমধুর গীতধ্বনি সকলের কাণে গেল। সৈন্যগণ যে যে ভাবে ছিল, সে সেই ভাবেই নিশ্চল, নিস্পন্দ, সুখ ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। যে তাম্বু গাড়ি-

য়াছে তাহার বিছানা করা হইল না, যে গাড়িতেছে তাহার অর্দ্ধেকেই শেষ হইল, আর যে গাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহার ঐ পর্য্যন্ত। বিশ্বামিত্র গীতধ্বনি বুঝিলেন, অমনি ত্রিবিক্রমের ন্যায় ত্রিপাদবিক্ষেপে এক টিব্যায় উঠিলেন; কিন্তু তাঁহার আগমনে যে ঋভুদেব কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেলেন তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না।

তৃতীয়, বাল্মীকি। ইনি নিজ দস্যুদল সমভিব্যাহারে গিরিরাজের প্রাসাদে ডাকাতি করিতে গিয়াছিলেন। নিজে প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া দুই পাঁচ জনকেও তথায় আনিয়া সিড়ি ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিতেছেন, চারি দিকে হৈ হৈ রৈঃ রৈঃ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে, রাজরক্ষিগণ কে কোথায় যাইবে স্থির করিতে পারিতেছে না। কোথাও ডাকাত রক্ষী কাটিতেছে, কোথাও রক্ষী ডাকাত কাটিতেছে, কোথাও ডাকাতে ডাকাত কাটিতেছে, কোথাও রক্ষী রক্ষী কাটিতেছে। বাল্মীকি ক্রমাগত অসি আস্ফালন করিতেছেন, আর সঙ্কেতমত শিঙ্গা বাজাইতেছেন। এমন সময়ে আলোক ও গীতধ্বনি হইল। অমনি যে যেভাবে ছিল চিত্রপুত্তলিবৎ নিস্পন্দ হইয়া গেল। বাল্মীকি গান শুনিলেন ও বুঝিলেন। অমনি অস্ত্রত্যাগ করিয়া লাফ

দিয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং নিকটবর্ত্তী টিব্যায় আরোহণ করিলেন।

৪

গানে মুগ্ধ কে নয়? যখন সামান্য মনুষ্য-গায়ক তান ছাড়িয়া গায় তখন কে না মুগ্ধ হয়? তাহা অপেক্ষা যখন অন্তরের উল্লাসে প্রাণ খুলিয়া গিয়া গান বাহির হয়, তখন আরও মধুর হয়, যে গীত বুঝে সে আরও মুগ্ধ, যে গীতের ভাব বুঝে সে আরও মুগ্ধ হয়, গীতে যদি শুধু কাণ না ভরিয়া মনও ভরাইতে পারে, তাহা হইলে সে গীতে লোকে উন্মত্ত হয়। আজি ঋভুগণ গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পূরিত হইয়া গাইতেছেন, হৃদয় উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই চতুরুদধি-তরঙ্গ-বাহু-ক্ষালিত-চরণা চির-নীহার-ধবলোন্নত-শীর্ষা প্রাচীনা সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি শ্রোতা, তাঁহারা শুনিতেছেন, বুঝিতেছেন, ভাবগ্রহ করিতেছেন। কাণ, মন, প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে। বাহির ইন্দ্রিয় কাণে প্রবেশ করিয়াছে। মন ও প্রাণ কাণে উঠিয়াছে। জ্ঞান, চৈতন্য হত। তাঁহারা গায়কে মুগ্ধ, গায়কের ভাবে মুগ্ধ, গানে

মুগ্ধ, সুরে মুগ্ধ, আর সুরের ভাবে আরও মুগ্ধ।

সুর যত জমিতেছে, কেবল যেন বলিতেছে ভাই ভাই ভাই। ঋভুরা যেন বাহুপ্রসারণ করিয়া স্থাবর, জঙ্গম, ভূচর, খেচর, জলচর সকলকে ডাকিতেছে এস ভাই ভাই, এস ভাই ভাই, এস ভাই ভাই ভাই। সবাই ভাই। সুর জমিতেছে, যেন আরও ডাকিতেছে ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

পৃথিবী শুদ্ধ যেন বাজিয়া উঠিল ভাই ভাই। ব্রহ্মাণ্ড হইতে যেন প্রতিধ্বনি আসিল ভাই ভাই। পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম যেন গভীর স্বরে বলিল ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকির হৃদয়ের তলা হইতে প্রতিধ্বনি হইল ভাই ভাই। যেন মোহিনীতে তাহা-দের ইন্দ্রিয় স্তব্ধ করিয়া হৃদয়কে গলাইয়া বলিল ভাই ভাই। একজন পণ্ডিত, একজন দিগ্বিজয়ী, আর একজন দস্যু, সবারই মনের বিরোধী ভাব যেন মুহূর্ত্ত জন্য তিরোহিত হইল। সবারই হৃদয় যেন একতান-মনপ্রাণে বলিয়া উঠিল—ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

৫

তিন জনই উন্মত্ত, কিন্তু মনের তলায় তলায় অতি গোপনে গোপনে, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে একটি ভাবনাস্রোত সকলেরই মনে বহিতে লাগিল। তাঁহারা গানে এমনি উন্মত্ত যে বেগবান চিন্তাস্রোতেও তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না, হৃদয়ের তলবাহিনী অন্তঃশিলাবৎ ক্ষুদ্র ভাবনার ত কথাই নাই। তাঁহারা যেমন গানে তন্ময় তেমনই আছেন। অথচ ভিতরে ভিতরে হৃদয় গলিয়া ক্রমে ক্রমে আর একরূপ হইতেছে।

বশিষ্ঠের মনে আত্মপ্রসাদ—আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিবাদ মিটাইয়া তুলিয়াছি। আমি সব ভাই ভাই করিবার যোগাড় করিয়াছি।

বিশ্বামিত্রের মনে আত্মগরিমা—আমি বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া এক করিয়া আনিয়াছি, আমার শাসনে সব ভাই ভাই হইয়া যাইবে।

আর বাল্মীকির অন্তরের অন্তরে ভাবনা কি? বিষম আত্মগ্লানি। হায়! আমি কি করিতেছি, আমি কেবল আমার ভাইয়েদের সর্ব্বনাশ করিতেছি!!!

হৃদয়ে এই যে ভাবনা চলিতেছে তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই।

৬

কিয়ৎক্ষণ পরে ঋভুগণ হিমালয়শিখরসমূহ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠাদির বোধ হইল রাশিচক্র অন্যপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে ঋভুগণ যত দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, বোধ হইতে লাগিল লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষত্রভাবও রহিল না। বোধ হইল আকাশ প্রকাণ্ড এক শাদা মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল, হরিতালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবে; দ্বাপরের শেষকালে অর্জ্জুন যেমন বিরাটমূর্ত্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, এ সময়েও সেই প্রকার বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শ্বেতমেঘপুঞ্জ হরিতালীগর্ভে নিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহ্বর পূর্ণ হইল। বিশ্বসংসার আবার যেমন তেমনি হইল, আবার নক্ষত্র জ্বলিল, আবার আকাশ স্থির হইল, আবার আকাশের কোমল নীলিমা বিকাশ হইল। পৃথিবীতে প্রভাত হইল; কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল।

বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি এতক্ষণ একদৃষ্টে ছায়াপথের দিকে হা করিয়া চাহিয়াছিলেন। ঋভুরা চলিয়া গেলে হতাশ হইয়া পড়িলেন; তখনও সে সুর

কাণে বাজিতেছে, যেন বলিতেছে, ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

ক্রমে ক্রমে ক্রমে যে চিন্তা তাঁহারা এতক্ষন টেরও পান নাই, তাহা উদ্দামরূপে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন বাল্যের, যৌবনের, প্রাচীন, নবীন, স্বার্থপর অস্বার্থপর নানাবিধ প্রবল বিরোধিভাব-মালা যুগপৎ মনোমধ্যে উদয় হইয়া এই নবাগত অতীন্দ্রিয় আধিদৈবিক ভাবের সঙ্গে মিলিয়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটা-ইয়া উঠিল। খানিকক্ষন এমন ক্ষমতা রহিল না যে উঠিয়া কোথাও যান। অথচ কাণে বাজিতেছে ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

৭

বশিষ্ঠের একবার মনে হইতেছে, বুদ্ধির কি মহিমা! একবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়দিগকে কি ফাকিই দিয়াছি। আবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণে মিলাইয়াছি, এমনি কি অন্য জাতি মিলা-ইতে পারিব না? আবার কাণে বাজিতেছে— সেই সুর—সেই ভাই ভাই। আবার ভাবিতে-ছেন, সর্ব্বশাস্ত্র ত আয়ত্ত করিয়াছি। তেজ কি? শাস্ত্রে ত বলে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ" তার আবার

মান অবমান কি? পৌরহিত্য লাঘব সত্য, কিন্তু ক্ষমতা ত সবই ব্রাহ্মণের। খুব খেলাই খেলিয়াছি। আবার সংহিতা করিতেছি। তারও এই মানে। যোগশাস্ত্র, তারও ঐ মানে। মান হউক, অবমান হউক, কাজ উদ্ধার করিব, পারিব না কি? তেজঃ, সত্য, ধর্ম্ম, সব মিথ্যা। কাজ সত্য। পারি না কি? ঋভুরা কেন আসিলেন? আহা কি গান! কি ভাব! পারিব কি? আর কি দেখিতে পাইব? এবার দেখিতে পাইলে আমরাও সেই ভাই ভাই করিয়া জবাব দিব। সম্বল বুদ্ধি আর শাস্ত্র। পারিব বই কি! কাণে বাজিল ভাই ভাই ভাই।

বিশ্বামিত্র ভাবিতেছেন, এঁরাই ঋভু! কি গান! কি মূর্ত্তি! আমার কি সৌভাগ্য! হবে না কেন? আমারও একদিন ঐরূপ মাতিতে হইবে। পারিব বোধ হয়। একবার ঋভুদের সঙ্গে জবাব করিব। অহং বিশ্বামিত্রঃ। ভুবন জয় ত করি। তাতে কেহ বাধা দিতে পারিতেছে না। সব হাত ত করি। তার পর মিলাইব। কাণে বাজিল ভাই ভাই। ভাবিলেন, পৃথিবীতে একদিন এইরূপ গাওয়াইতে পারি তবে আমি বিশ্বামিত্র—কিন্তু পারিব না কি? এ কাজে এ ভুজদ্বয় কি সক্ষম হইবে না?

বাল্মীকি ভাবিতেছেন, কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই করিয়াছি, এ মহা-পাতক কিসে যায়? এ জ্বালা কিসে নিবাই। এই যে ঋভু দেখিলাম। এই যে গান শুনিলাম। তাহাতে হৃদয় জ্বালাইয়া দিল। আমি ইহার সঙ্গে মাতিতে ত পারিলাম না! হায় কেন আমি মানুষ হইয়াছিলাম? কোথায় সব ভাই ভাই হব, না আমায় দেখে সবাই পলায়। হে দেব! কেন আমার এ জঘন্য বৃত্তি হইয়াছিল? আবার যেন বাজিল ভাই ভাই ভাই। বাল্মীকির নয়নজলে বুক ভাসিয়া গেল। ভাবি-লেন, কি পাপই করিয়াছিলাম! এ স্মৃতি কি নিবিবে না? আরও নয়নে দরবিগলিত বাষ্পপাত হইতে লাগিল।

৮

তাঁহারা কতক্ষণ অন্তরের গোলমালে ব্যাপৃত ছিলেন, কে বলিতে পারে? কতক্ষণ ঋভুদত্ত নব-বৈদ্যুতীবলে তাঁহাদের অন্তরাকাশে তুমুল ঝটিকা-বৃষ্টি হইতেছিল কে বলিতে পারে? ক্রমে যখন ভাবশান্তি হইয়া বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইল, তখন দেখিলেন, সমস্তই অন্যরূপ, শরৎ-আকাশে ভানূ-দয় হইয়াছে, নক্ষত্র কোথায় লুকাইয়াছে, প্রভাত-

বায়ু প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে, নির্ঝরশব্দ কাণ জুড়াইয়া দিতেছে, তিন জনেরই রজনীর বৃত্তান্ত স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে।

তুমুল-ভাব-ঝটিকার অন্তে বশিষ্ঠের মনে শান্তি ও সুখ দৃষ্ট হইল। তিনি বুদ্ধি, বিদ্যা ও তপোবলে পৃথিবীতে ভাই ভাই স্থাপন করিবেন, এই আশায় এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় গর্ব্বপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

বিশ্বামিত্রের মনে ঘোরতর আত্মগরিমা, একটু ত্রস্ততা, আমি বাহুবলে প্রায় সমস্ত জয় করিয়াছি। বাকীটুকু শীঘ্রই জয় করিয়া ভাই ভাই করিয়া দিব।

বাল্মীকির শান্তি রহিল না, সুখ রহিল না, দারুণ অনুতাপ তাঁহার সর্ব্বস্ব হইল।

তিনি দস্যুদলের দিকেও গেলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে শান্তি উদ্দেশে নিবিড় গহনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

বশিষ্ঠ মহাহৃষ্টচিত্তে প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য যোগবলে আশ্রমে যাইতে যাইতে দেখিলেন তেজঃপুঞ্জশরীর বিশালবক্ষাঃ বিশ্বামিত্র পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিয়া অবতরণ করিতেছেন, অমনি সসম্ভ্রমে যোগবলে তাঁহার নিকট আসিয়া দুইজনে পদব্রজে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র নামিতেছেন, পদভরে পর্ব্বত নমিত ও কম্পিত হইতেছে, সম্মুখস্থিত উপল সকল দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাদের পথপ্রদান করিতেছে। প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষাবলী শাখাবাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগের সম্মান করিতেছে, ও ছায়াদানে তাঁহাদিগের শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে, শাখায় শাখায় সুপুষ্ট, সুহৃষ্ট, সুকণ্ঠ, বিচিত্রপক্ষ পক্ষী সকল সুমধুর গীতে তাঁহাদিগের কর্ণানন্দ সম্পাদন করিতেছে, লতাসমূহ বৃক্ষোপরি হইতে তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে পুষ্প বিকিরণ করিতেছে। কলকলনাদিনী নির্ঝরিণীগণ প্রতিপদে তরঙ্গহস্ত দ্বারা তাঁহাদিগের পথমার্জ্জনা করিতেছে। বনতলস্থ কোমলকায় গুল্মসমূহ, শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্যময় পবনহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া উঁহাদিগের শরীরে চামরব্যজন করিতেছে। অতি দুর্গম দুরারোহ সানুসমূহেও তাঁহারা অবলীলাক্রমে অবতরণ করিতেছেন। পশ্চাৎভাগে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা, নিম্নে তৃণাচ্ছাদিত সুনীল সমতলভুমি, মধ্যস্থলে তীব্র তেজোময় বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র। উভয়েই পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় প্রকাণ্ড-

কায়। বোধ হইতে লাগিল যেন সৌর-কর-প্রতি-ফলিত" অতএব তীব্রোজ্জ্বল তুষারশিখরদ্বয় স্বস্থান-বিচ্যুত হইয়া সমানগতিতে নিম্নাভিমুখে পতিত হইতেছে।

প্রথম সাক্ষাতে বন্দনাদির পর বশিষ্ঠদেব উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতাদি স্বরপ্রক্রিয়াপরিশোধিত কোমল মসৃণ অথচ গম্ভীর স্বরলহরীতে গিরিগুহা কন্দরাদি প্রতিধ্বনিত করিয়া বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজাধিরাজ, বহুদিবসাবধি আমি শ্রুত আছি আপনি ভুবনবিজয়ব্যাপারে লিপ্ত আছেন। তপঃস্বাধ্যায়াদি আনুশ্রবিক ক্রিয়াকলাপে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকাতে ভবাদৃশ বীরজনের অদ্ভুত চরিত্র সম্বন্ধীয় সংবাদও লইতে পারি নাই। অদ্য পরমসৌভাগ্যক্রমে আপনার সাক্ষাৎলাভ হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া স্বকীয় দিগ্বিজয়ব্যাপা-রের অদ্ভুত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন"।

বশিষ্ঠের জীমূতমন্দ্র কণ্ঠধ্বনি গুহায় গুহায়, কন্দরে কন্দরে নিলীন হইবার পূর্ব্বেই রাজাধিরাজ বিশ্বা-মিত্র ভীষণ-কোদণ্ডটঙ্কারের ন্যায় স্পষ্ট অথচ দ্রুত, গভীর অথচ ঈষৎ কার্কশ্যময় বীরকণ্ঠে স্বরযোজনা করিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মর্ষে, মাদৃশ দীনজনের চরিত

জ্ঞানে ভবাদৃশ মহাশয়ের কৌতূহল নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়। অতএব নিজমুখে নিজকীর্ত্তি বর্ণনে প্রত্যবায় সত্ত্বেও আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করিব।”

“সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, এই চারি উপায়ের মধ্যে দিগ্বিজয়ীর পক্ষে ভেদ ও দণ্ডই প্রশস্ত। এই জন্য আমি ঐ উপায়দ্বয়ই অবলম্বন করিয়া এ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রবিড়, দ্রাবিড়, কাশী কাঞ্চি, অবন্তিকা মহা-রাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, গুজরাষ্ট্র, মৎস্য, মগধ, বিদর্ভাদি দেশসমূহ স্বয়ং অক্ষৌহিণীমাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে হস্তগত করিয়া অদ্য হিমালয়দ্বারে শিবির সংস্থাপন করিয়াছি। পূর্ব্বাঞ্চলে চীন, হূন, সান, মান, শ্যাম, মগ, নাগাদি রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা সমুৎপাদনের জন্য ভেদক্ষম সুচতুর বিশ্বস্ত মন্ত্রিবর্গকে প্রেরণ করিয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলে শক, যবন, পারদ, দরদ, আরব, পারস, ম্লেচ্ছ, কিরাতাদি জাতিসমূহকে উচ্ছৃঙ্খল করিবার মানসে নবনবতি অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছি। সকল স্থান হইতেই সুসমাচার আসিয়াছে। হিমালয়জয়ের পর একবার সসৈন্যে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেই আমার দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হয়।”

বশিষ্ঠ বলিলেন, “মহারাজের দিগ্বিজয়কাহিনী

শ্রবণে পরম আপ্যায়িত হইলাম। আপনি সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ এবং সমরকুশল বীরাগ্রণী সেনানী। আপনার পক্ষে ভুবনবিজয় অসম্ভাবিত নহে; কিন্তু আমার এক বিষয়ে সন্দেহ আছে, মহাশয় ভঞ্জন করিয়া দিলে কৃতকৃতার্থ হইব।"

বিশ্বামিত্র। দীনের প্রতি এরূপ আদেশ অন্য কেহ করিলে উপহাস বলিয়া বোধ করিতাম, কিন্তু ভবাদৃশ গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইতে উপহাস সম্ভাবিত নহে, অতএব আজ্ঞা করুন, দাস হইতে যদি আপনার কোন কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে দাস করিতে প্রস্তুত আছে।

বশিষ্ঠ। আমার প্রথম সন্দেহ এই যে, দিগ্বিজয়ের ফলোপধায়িতা কি ?

বিশ্বামিত্র। মহাশয় এমন আজ্ঞা করিবেন না। দিগ্বিজয়ে সমস্ত পৃথিবীতে একজন রাজা হন, এবং এক রাজার অধীনে সমস্ত জাতিতে ঐক্য সংস্থাপিত হয়।

বশিষ্ঠ। আমার বোধ হয় দিগ্বিজয়ে জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাব জন্মাইয়া ঐক্যসম্ভাবনা সুদূরপহারত করে। বিজিত জাতিদিগের মধ্যেও জেতার অনুগ্রহতারতম্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমার মন্তব্য এই যে দিগ্বিজয়ে

কি জাতিসমূহমধ্যে ভ্রাতৃভাব উৎপন্ন হয়? সকলে ভাই ভাই হয়?

বিশ্বামিত্র। আমার সংস্কার এই, দিগ্বিজয় ভিন্ন অন্য কিছুতেই পৃথিবীতে ভ্রাতৃভাব ও ঐক্যবন্ধন হইতে পারে না। দিগ্বিজয়ী রাজা পিতার ন্যায়; সমস্ত প্রজাকে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করেন, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই হইয়া উঠে। গত রজনীর ঘটনায় আমার এই সংস্কার আরও দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। আমাকে দিগ্বিজয়ে ভ্রাতৃভাব ও ঐক্য স্থাপনে উৎসাহিত করিবার জন্যই কল্য ঋভুদিগের আগমন হইয়াছিল।

বশিষ্ঠ। এইটী আপনার ভ্রম। ঋভুগণ সময়ে সময়ে জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাকে উৎসাহিত করিতে আসেন নাই। আর এক কথা, আপনি দিগ্বিজয় করিয়া মনুষ্যের শরীরই জয় করিলেন, তাহাদিগের মনের উপর আপনার প্রভুত্ব কি?

বিশ্বামিত্র। মনে যাহাই থাকুক প্রকাশ হইতে দিব না।

বশিষ্ঠ। তাহার নাম দমন, পালন নহে, তাহাকে ভ্রাতৃভাব বলে না। মনে বিদ্বেষ থাকিলে ভ্রাতৃভাব হইতে পারে না।

বিশ্বামিত্র। প্রথম বলে শাসন অভ্যস্ত হইলে যখন

সকলেরই সমান দশা হয়, তখন সকলেই ভাই ভাই হইয়া যায়।

বশিষ্ঠ। সে ভাই ভাই নয়, সে রুদ্ধ অগ্নির ধূমোদ্গম মাত্র। সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে দেশ জ্বলিয়া উঠে। এবং সেই অগ্নিশিখায়ই দিগ্বিজয়ীর আহুতি হয়।

বিশ্বা। আপনি মনে করিবেন না, (দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া) এই হস্তে ধনুর্ব্বাণ থাকিতে প্রজারা বিদ্রোহী হইতে পারিবে।

বশিষ্ঠ। যদি ধনুর্ব্বাণদ্বারাই ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিতে হইল, তবে তাহাকে কি ভ্রাতৃভাব বলা যাইতে পারে?

বিশ্বা। মানিলাম, পারে না। কিন্তু দিগ্বিজয় ভিন্ন ভ্রাতৃভাবের অন্য উপায় আপনি দেখাইতে পারেন?

বশিষ্ঠ। না পারিলে এত কথা বলিব কেন?

বিশ্বা। দেখা যাউক, আপনার কমণ্ডলু মধ্যে কি উপায় আছে।

বশিষ্ঠ। উপায় এই; বলে মানুষের মিল করান যায় না। মানুষে যতক্ষণ নিজে নিজের জন্য চিন্তা করিতে শিখে, ততক্ষণ দুই মানুষকে এক করা কাহারও সাধ্য নয়। অতএব স্বাধীন চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রয়োজন। নীচজাতির যাহাতে

স্বাধীন চিন্তা না থাকে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

বিশ্বা। জন পাঁচ ছয় ব্রাহ্মণে মিলে পৃথিবীর লোকের স্বাধীনচিন্তাস্রোত রুদ্ধ করিবেন?

বশিষ্ঠ। বুদ্ধিবলে কি না হয়? আমি বাল্য-কাল হইতে তাহাদের মন অন্যপথে ফিরাইয়া দিব। ভোগসুখে রত করাইব। মনের মধ্যে অন্য চিন্তা জন্মিতে দিব না। একবারে গ্রন্থাদিপাঠ হইতে বঞ্চিত করিব। এইরূপে একপুরুষে না পারি, অন্ততঃ দশ-পুরুষে মনুষ্যে মনুষ্যে দূরে থাকুক, মনুষ্যে পশুতেও ভ্রাতৃভাব জন্মাইয়া দিব।

বিশ্বা। মানুষ পশুবৎ হইবে, কি আশ্চর্য্য ভ্রাতৃ-ভাব!!! এই ভ্রাতৃভাব কেন? ব্রাহ্মণের আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য? দিগ্বিজয়ে একজন রাজার অধীনে থাকে, ইহাতে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের অধীন হইতে হইবে। আপনি মনে করিয়াছেন তাহাতেই আপনারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন? আপনাদের পরম শত্রু আকাশ আছে দেখিতেছেন না? অনন্ত আকাশের দিকে একবার চাহিলে স্বাধীন চিন্তা যে আপনিই উদ্বেল হইয়া উঠে।

বশিষ্ঠ। আমরা তাহারও বন্দোবস্ত করিয়াছি। অনন্ত আকাশের দিকে কাহাকেও চাহিতে দিব না। নক্ষত্রে নক্ষত্রে দেবতা বসাইব! আকা-

শের তারার সহিত মনুষ্যঅদৃষ্টের একটা সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিব। অন্তরীক্ষ বিভীষিকায় পূর্ণ করিয়া দিব। যে ভাবে আকাশের দিকে চাহিলে স্বাধীন চিন্তা প্রবল হয়, সে ভাব তাহাদের মনেও আসিতে দিব না। সমুদ্রযাত্রায় স্বাধীনতা জন্মায়, সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করিয়া দিব। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার এমনি বাঁধাবাঁধি করিব যে, ব্রাহ্মণ ছাড়া কাহারও এক পাও যাইবার ক্ষমতা রাখিব না। অথচ ব্রাহ্মণ রাজাও হইবে না।

বিশ্বা। হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি। বিটলামি করিয়া জগৎ বশ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু বিটলামিতে কয়দিন লোকে ভুলিয়া থাকিবে? আমি বেশ বলিতে পারি বিশ্বামিত্রের দলের কাহাকেও আপনি ভুলাইতে পারিবেন না।

বিশ্বামিত্রের কটূক্তিতে বশিষ্ঠের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম করিল। কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে উহা শমিত করিলেন। ক্রোধোদ্রেক হইতে ক্রোধশান্তি পর্য্যন্ত বশিষ্ঠ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশ্বামিত্র কূটতর্কে এবং শ্লেষোক্তিতে বশিষ্ঠকে পরাজিত করিয়াছেন মনে করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন, সুতরাং তিনিও অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না।

নিঃশব্দে কিয়দ্দূর অবতরণ করিলে বিশ্বামিত্র

দূরে আপন শিবির দেখিতে পাইলেন। তখন একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বশিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্, অদ্য বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে, দাসের শিবিরে আতিথ্যগ্রহণ করিলে দাস কৃতকৃতার্থ হইবে।" বশিষ্ঠ সম্মত হইলে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে মহাসমাদরে আপন শিবিরে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিলেন। এবং কিঞ্চিৎ জাঁকসহকারে যে সমস্ত অপার রত্নরাশি নানা দেশ হইতে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন তাঁহাকে দেখাইলেন এবং উপঢৌকন দিলেন। বশিষ্ঠ মহা সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইবার সময় বিশ্বামিত্রকে আপন আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

২

বিশ্বামিত্র যথাসময়ে তপোবনে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ বহুদূর হইতে তাঁহাকে আগুবাড়াইয়া লইয়া আসিলেন। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে মিশ্বামিত্র একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তিনি যখন উপস্থিত হন, তখন তপোবন শাল, তাল, তমাল, পিয়াসাল, হিন্তাল, বক, বকুল, প্রভৃতি প্রকাণ্ডকায় বনবৃক্ষসমূহে ব্যাপ্ত ছিল, তলায় লতা-

গুল্মাদির লেশমাত্র নাই, সব পরিষ্কার, সিন্দুর পড়িলেও তুলিয়া লওয়া যায়। এই প্রকাণ্ড বনমধ্যে ভয়াল ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, গণ্ডার, মহিষ, বৃক, তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ; কেউটিয়া, গোক্ষুর, বোড়া, বোয়া প্রভৃতি প্রকাণ্ড অজগরসমূহ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, পেচক প্রভৃতি খাদ্যজন্তুর দিকে তাকাইতেছেও না। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা তাঁহাদের পথের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "মহাত্মন্, বুদ্ধিবলে বন্য জন্তু বশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মানুষ বশ করিতে পারিবেন না।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "ইহারা স্থানমাহাত্ম্যে বশ হইয়াছে; আমাদের বুদ্ধিবলে নহে।

কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই এ দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হইল, হঠাৎ বন উদ্যানে পরিণত হইল, প্রকাণ্ড তপোবন নানাপ্রকার শরতের ফুলের কেয়ারিতে বোধ হইতে লাগিল যে, যেন একখানি গালিচা পাতিয়া দিয়াছে। কোথাও শাদা, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে শাদা, কোথাও নীল, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে নীল, কোথাও রাঙ্গা, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে রাঙ্গা, কোথাও সবুজ, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে সবুজ, কোথাও পীত, কেমন এক রঙ কমিয়া

আর এক রঙ বাড়িয়া যাইতেছে। যে স্থলে ফুলের রঙে বৈচিত্র্য হইতেছে না, সে স্থলে উপলে সে দোষ পূরাইয়া দিতেছে। গালিচার চারি পার্শ্বে নানাজাতীয় গন্ধপুষ্প, তাহার বাতাসে চারি দিক্ ভর ভর করিতেছে, প্রকাণ্ড গালিচা ঠিক মধ্যস্থলে, প্রকাণ্ড সরোবরে মার্ব্বল পাথরের সিঁড়ি তলাপর্য্যন্ত মার্ব্বল পাথরে বাঁধান, জল এমনি স্বচ্ছ, তলার মার্ব্বল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। সরোবরের মধ্য দিয়া শ্বেত মর্ম্মরের সেতু। সেতুর মরকতময় রেলের উপর নানা মণি-নির্ম্মিত বিচিত্র দাঁড়, তাহাতে শুক, শারিকা, হরিয়াল, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি সুকণ্ঠ পক্ষী বিচিত্র পক্ষপুচ্ছ-ধারী ময়ূরময়ূরীগণ গান ও নৃত্য দ্বারা অভ্যাগত রাজাধিরাজের অভ্যর্থনা করিতেছে। সরোবরের স্বচ্ছজলে লাল, নীল, পীত, হরিত, হরিদ্রা প্রভৃতি নানা রঙের মৎস্যসমূহ সন্তরণ করিতেছে। সরোবরের ওপাশেও গালিচা। এই গালিচার অবিদূরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দ্বার কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত। দ্বারে খুদিয়া স্বর্ণাক্ষরে লেখা—

"স্বাগতং গাধিকুলতিলকস্য বিশ্বামিত্রস্য।"

বিশ্বামিত্র প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখেন যে, সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াও এরূপ অট্টালিকা কখন দেখেন নাই। হীরা, মতি, পান্না, মুক্তা ইত্যাদি

গৃহসজ্জার উপকরণ। উৎকৃষ্ট বহুমূল্য প্রস্তরে বাটীর আদ্যন্ত নির্ম্মিত, আর তাহার উপর পরশুরামের যুদ্ধকাহিনী চারি দিকে তোলা করিয়া অঙ্কিত, কোথাও ক্ষত্রিয়শোণিতহ্রদে পরশুরাম পিতৃতর্পণ করিতেছেন, কোথাও ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছে আর ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইতেছে, এরূপ একুশটি দেয়ালে একুশটি যুদ্ধকাহিনী লেখা রহিয়াছে।

বিশ্বামিত্র হতবুদ্ধি হইয়া সমস্ত ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, বশিষ্ঠ তাঁহার আতিথ্যের জবাব দিতেছে এবং তাঁহার সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহারও জবাব দিতেছে। মনে মনে তাঁহার বিদ্বেষভাব ক্রমে বাড়িতে লাগিল। হিংসা জন্মিতে লাগিল। আপাততঃ মনোভাব গোপন করিয়া আতিথ্যস্বীকার করিলেন। মহানন্দে পান, ভোজন, নৃত্যগীতাদি দর্শন সমাপন হইল, যাইবার সময় বশিষ্ঠ যথোচিত উপঢৌকন আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "মহাশয় আপনি ঋষি, বনবাসী, আপনার এ অতুল ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আসিল।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজ আমার এক গাভী আছেন, তিনি কামধেনুর কন্যা, তাঁহার

নাম নন্দিনী, তিনি আমায় সমস্ত ইচ্ছামত দিয়া থাকেন।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তবে অল্প উপঢৌকনে আমার তৃপ্তি হইবে না, আমায় সেই গোরুটী দিতে হইবে।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, "আমি যখন তাহার মার কাছ হইতে তাহাকে লইয়া আসি, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে, উহাকে কখন কাহাকেও দিব না।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "না দিলে অতিথির অবমাননা হয় সেটা স্মরণ রাখিবেন, আপনারা সমাজের ব্যবস্থাপক।"

বশিষ্ঠ বশিলেন, "বলে বা কৌশলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করান অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর, অতএব আপনাকে এরূপ অসৎ অভিসন্ধি হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি।"

বিশ্বামিত্র আর ভাব গোপন করিতে পারিলেন না; বলিলেন, "আপনি দিবেন না, কিন্তু আমি অপহরণ করিব। অপহরণ করার অপরাধ বোধ হয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করান অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর নহে" বলিয়াই আপন লোক জনকে গোরু চুরি করিতে হুকুম দিলেন। এ দিকে

অতিথি সর্ব্বদেবময়,—ওদিকে বলপূর্ব্বক অপহরণ। বশিষ্ঠ মহাবিভ্রাটে পড়িয়া গেলেন। তিনি নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। লোকে ধেনু অপরণ করিবার উদ্যোগ করিল, ধেনু কাতরনয়নে বার বার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, "কি করি বৎসে, অতিথি, রাজা, প্রবল-প্রতাপ দিগ্বিজয়ী তোমায় অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তুমিই ইহার প্রমাণ।" বলিবামাত্র নন্দিনী হুঙ্কার ছাড়িলেন, হুঙ্কারশব্দে আকাশ পাতাল ফাটিয়া গেল। আর অগণিত-সংখ্যক পারদ, পারস, চীন, সান, মান, প্রভৃতি নানাজাতীয় সেনা রণসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া তথায় তাঁহার ত্রাণার্থ উপস্থিত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিয়াই ভাবিলেন যে, পারদাদি জাতিকে তাঁহার সেনানীরা আজিও বলে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, বশিষ্ঠ বুদ্ধিবলে তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়াছেন। জানিলেন বুদ্ধিবলে মানুষও আয়ত্ত করা যায়।
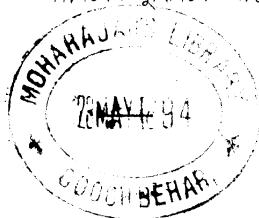
৩

ধেনু লইয়া মহাবিবাদ বাধিয়া উঠিল, এক দিকে ক্ষত্রিয়সেনা, আর এক দিকে যবনসেনা, মধ্যস্থলে নন্দিনী। পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা কোন মতেই ছাড়িতেছে না। যবনগণ গাভী ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করায় যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, যবন ও ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধ, ব্রাহ্মণের জন্যে যুদ্ধ—ব্রাহ্মণ দর্শক। দীর্ঘ দীর্ঘ তরবারি, দীর্ঘ দীর্ঘ বর্ষা, আর প্রকাণ্ড ধনুকটঙ্কারে টঙ্কারে মেঘগর্জ্জন অনুভব হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র স্বসৈন্যের অভিনেতা, ব্রাহ্মণ পক্ষে অভিনেতা কেহই নাই, বশিষ্ঠ অতিথির সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক, এবং পুত্র ও শিষ্যগণকে যুদ্ধে যাইতে দিলেন না, বলিলেন পুত্রগণ, শিষ্যগণ, ক্ষত্রিয়ের যাহাই হউক "ব্রাহ্মণস্য বলং ক্ষমা," ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ করিলেন না। কিন্তু যুদ্ধ চলিতে লাগিল, ক্রমে রক্তপাত আরম্ভ হইল, ক্রমে রক্তনদী বহিতে লাগিল, যুদ্ধক্ষেত্রের ধূলি রক্তে কর্দ্দম হইল। এক দুই করিয়া ক্রমে বিশ্বামিত্রের শত শত সৈন্য হস্তী অশ্ব রথ পদাতি নিহত হইতে লাগিল, তিনি স্বয়ং ভীমা অসি করে ধারণ করিয়া রণসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। এক এক আঘাতে শত শত যবনের মস্তক ছিন্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি দেখিলেন তাঁহার প্রয়াস বৃথা,

নন্দিনীর প্রতিহুঙ্কারে এক এক অক্ষৌহিণী সৈন্য আসিতেছে, তাঁহার নিজের রণদুর্ম্মদ অক্ষৌহিণী সে অজস্র উদ্গমশীল সৈন্যতরঙ্গের সম্মুখে ভাসিয়া যাইতেছে। তখন বিশ্বামিত্র হুকুম দিলেন, "গোরু মেরে ফেল।" গোরু এখনও ক্ষত্রিয়দিগের করকবলিত হয় নাই। উহারা দূর হইতে নারাচবল্লমাদি ক্ষেপ করিয়া গোরুর প্রাণসংহারে উদ্যম করিবামাত্র গোরু দিব্য স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশপথে উত্থিত হইল। শ্বেতপদ্মাসনা শ্বেতবস্ত্রবিভূষিতা শ্বেতবর্ণচ্ছটায় পুর্ণিমার জ্যোৎস্না লজ্জিত হয়, হস্তে শ্বেতবীণা, লাবণ্যে জগৎ আলো, তাহার উপর আবার শ্বেতপদ্মের সমস্ত বিভূষণ! বলিলেন, "রে মূর্খ, আমি ব্রাহ্মণের বিদ্যা, তোর সাধ্য কি, তুই আমায় অপহরণ করিস্। আমি কুলক্রমে ব্রাহ্মণগৃহে বাস করিয়া থাকি, করিয়াছি ও করিব।" বিশ্বামিত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দেখিলেন, সরস্বতী আবার ধেনুমূর্ত্তি ধারণ করতঃ বশিষ্ঠসন্নিধানে অবতীর্ণ হইলেন, সমস্ত সৈন্য বাতে মিশিয়া গেল। বশিষ্ঠের নয়নে দরদর আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, তিনি স্বহস্তে ধেনুর গাত্রকণ্ডূয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশ্বামিত্রের এই সর্ব্বপ্রথম পরাজয়। মনের ক্ষোভে, দুঃখে, হিংসায়, বিশ্বামিত্র আর গাভী বা বশিষ্ঠের দিকে চাহিতে পারিলেন না। ক্রোধে

ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলেন, সৈন্য সামন্তকে আপন আপন বাড়ী যাইতে বলিলেন, রাজ্যের ভার মন্ত্রীর উপর দিলেন। বলিলেন—

"ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং"

বলিয়া ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমালয় পর্ব্বতমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বামিত্র যে কেবল বাহুবলে সমস্ত ভুবন এক করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার অসারতা বুঝিতে পারিলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

১

বিশ্বামিত্র কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। তিনি সৈন্যদের সঙ্গে আসিলেন না। মন্ত্রী রাজ্য করিতে লাগিল। তাঁহার পরিবারেরা আজি আসেন, কালি আসেন, ভাবিয়া ক্রমে দীন, মাস, বৎসর, কাটাইয়াছিল। বশিষ্ঠ আবার আপন মতলব অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল, বিশ্বামিত্র-পক্ষীয়েরা তাঁহার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল।

এদিকে বিশ্বামিত্র এক ধারে ঘোরতর তপস্যায়

মগ্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ হইবেন, নিজহস্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় দুই বল এক করিবেন, এবং সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় প্রভু হইবেন, সকলকে একশাসনে রাখিয়া একভাবে মিলাইবেন। এই তাঁহার মনস্থ হইল। তিনি হিমালয়ের এক অতিনিভৃত জঙ্গলময় দুর্গম্যস্থানে গমন করতঃ, একেবারে ঘোরতর তপ আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিনে, এক গ্রাস আহার, তাহার পর অর্দ্ধগ্রাস; তাহার পর এক দানা, তাহার পর অর্দ্ধ দানা; তৎপরে জলবিন্দু, তৎপরে আহার বন্ধ করিয়া তপ আরম্ভ করিতে লাগিলেন। শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত সমস্ত মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। দৃকপাত নাই, কেবল ধ্যান। চক্ষু কোঠরগত হইল, নাসিকার মধ্য অস্থিমাত্র স্পষ্ট দেখা যায়, শরীরের সমস্ত হাড় কেবল চর্ম্মমাত্র আচ্ছাদিত হইল। কেশরাশি বর্দ্ধিত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পদ নখর বর্দ্ধিত হইয়া শিকড়ের মত মাটির মধ্যে পুতিয়া গেল। উইপোকা গায়ের উপর বাসা করিল। বিশ্বামিত্রের ধ্যান শেষ হয় না। ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণ দেখে আর ধীরভাবে দূর দিয়া চলিয়া যায়।

এই ভয়ানক অবস্থায় বিশ্বামিত্র নানারূপ স্বপ্ন দেখিতেন, কখন বোধ হইত সমস্ত জগৎ বিশ্বসংসার

পরমাণ হইয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে একমাত্র তিনি, তাঁহার শরীর দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া উঠিল। তাঁহার তেজে পরমাণু দগ্ধ হইতে লাগিল। শেষ নিজ শরীরও দগ্ধ হইতে লাগিল। দারুণ অন্তরের জ্বালায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দেখেন কতকগুলি পরমাসুন্দরী—যুবতী, অপ্সরা কোথায় লাগে, তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের নিতম্বদোলন অতীব চমৎকার, তাহারা কেহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। কেহ মদনবিহ্বললালসাঙ্গ হেলাইয়া বেড়াইতেছে, কেহ শরীরের অর্দ্ধ অংশে বসনত্যাগ করিয়া, কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ কটাক্ষবর্ষণ করিতেছে, কটাক্ষ কখন কোমল, কখন চঞ্চল, কখন ঠারে ঠারে হৃদয়ের অভিলাষ ছড়াইয়া দিতেছে। কখন অলস, কখন বিদ্যুৎবৎ, কখন চক্ষের পাতা কাঁপিতেছে, তাহার উপর কটাক্ষ বাণবৎ ঘন ঘন পড়িতেছে। কাহারও বেণী বদ্ধ, কাহারও এলো, কাহারও অলক কুঞ্চিত, কাহারও বায়ুভরে দোলায়মান। আর সকলেই নানা হাব ভাব বিকাশ করিয়া, কেবল বিশ্বামিত্র প্রতি আপনাদের আলস, মদনভাব প্রকাশ করিতেছে। বিশ্বামিত্র দেখিলেন। তাঁহার অন্তরদাহ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে তিনি পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন।

আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কোটী সূর্য্য প্রকাশ হইয়াছে, তেজে নয়ন ঝল্‌সিয়া যাইতেছে, গা পুড়িয়া যাইতেছে, বিশ্বামিত্র পলায়ন করিয়া সূর্য্য-সমূহ হইতে দূরে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে, যাইতে, যাইতে সূর্য্যের তেজ মন্দ হইল, কিন্তু যেখানে গেলেন, সেখানে ভয়ঙ্কর সর্প শত-সহস্র তাঁহাকে দংশন করিল। বিষের জ্বালায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দেখেন ভয়ানক-কাণ্ড, নানাপ্রকার ভীষণাকার জন্তুগণ তাঁহাকে ভয় দেখাইতেছে। কাহার মুখ শূকরের মত, সিংহের ন্যায় কেশর, যোজনবিস্তৃত লাঙ্গুল। কেহ ভীষণ পিশাচ, মাথার উপর চোখ, অর্দ্ধেক শরীর হা-তে ভরা, দুই হাত আর দুই পা দিয়া, চারি দিকে আহারসামগ্রী হাতড়াইতেছে, আর যাহা পাই-তেছে অমনি উদরসাৎ করিতেছে। কাহারও দন্ত শূকরের ন্যায়, কাহার হস্তীর ন্যায়, কাহারও মাথা পর্ব্বতের চূড়ার ন্যায়, কাহারও কেবল মস্তক, পদদ্বয় আছে কি না সন্দেহ। কোন স্ত্রী পিশাচীর কেবল স্তনদ্বয়—পর্ব্বত চূড়ার ন্যায় বৃহৎ, আবার কাল। কেহ কাল, কেহ নীল, কেহ পীত, কেহ হরিদ্রা, নানা রঙ্গে ভয়ঙ্কর। যখন এই ভয়ানক সৈন্য সেনাপতির আদেশে বিশ্বামিত্রকে আক্রমণ করিল,

তাঁহার আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার কটাক্ষে পিশাচসেনা বিহতবিধ্বস্ত হইয়া গেল। কাহার পদ ভগ্ন হইল, কাহার প্রাণনাশ হইল, কাহার মস্তক ক্ষত হইল। স্তনবতীর স্তনভার খসিয়া গিয়া তাহার শরীর হাল্‌কা হইল। এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে গেল, ওর পা তাহার মাথায় গেল।

এই ভাবে পিশাচসেনার ধ্বংস দেখিয়া পিশাচ-সেনাপতি হাসি হাসি মুখে ভাব করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বিশ্বামিত্র, তুমি অতি বড় পরাক্রমশালী—তুমি ভুজবলে সমস্ত জয় করিয়াছ। তুমি তপোবলে কটাক্ষে আমার পিশাচসেনা বিহতবিধ্বস্ত করিয়া দিলে। অতএব তুমি আমার পুত্র হও; এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড দেখিতেছ, ইহার সমস্ত অসুর, পিশাচ, দৈত্য, দানব আমার অধীন, তুমিই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবে। আমি অচিরাৎ তোমায় রাজা করিয়া দিয়া স্বয়ং বিলাসসুখভোগে নিরত হইব। অতএব তুমি আমার পুত্র হও। এই হিমালয়চূড়ার উপরে উঠিলে দেখিতে পাইবে অসংখ্য সমৃদ্ধ রাজ্য চারি দিকে রহিয়াছে, সমস্ত তোমার হইবে। চীন, জাপান, মিসর পারস্য, সব তোমার হইবে। এই যে সুন্দরীগণ তোমার প্রলোভনের জন্য আসিয়াছিল, উহারা আমার ভোগ্যা।

উহারা তোমার হইবে। যত মণি, মুক্তা, কাঞ্চনের খনি দেখিতে পাইবে, সমস্ত আমার। আমার প্রজার সংখ্যা নাই; তুমি আমার পুত্র হও, এই সমস্ত অতুল রাজত্বের একমাত্র অধীশ্বর হও, তোমার কোন ভাবনা নাই, চিন্তা নাই। যতদিন তুমি রাজ্যে স্থির হইতে না পার, আমি তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার রাজ্যের রক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তুমি আমায় ব্রাহ্মণত্ব দিতে পার? নন্দিনী দিতে পার? বিদ্যা দিতে পার? সরস্বতী দিতে পার?" "না, পারি না। কিন্তু ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ করিবার ক্ষমতা দিতে পারি। নন্দিনীর প্রাণনাশ করিয়া দিতে পারি। বিদ্যার মূলোচ্ছেদ করিতে পারি, কিন্তু সরস্বতীর কিছুই করিতে পারি না।" "তবে তোমায় দিয়া আমার কাজ হইবে না" বলিয়া বিশ্বামিত্র আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

২

এবার তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হয় না। ক্রমাগত নিশ্বাস বন্ধ করায়, ক্রমাগত একবিষয়ক চিন্তা করায়, ক্রমাগত অনাহারে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইল না। কিন্তু তিনি কঠোর তপস্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন,

তাঁহার কর্ণকুহর হইতে জাঁতার ন্যায় শব্দ বাহির হইতে লাগিল, নাসিকায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সেই শব্দের পর তাঁহার মস্তকে প্রদক্ষিণ করিয়া রাশিচক্র দক্ষিণ হইতে বাম দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ছায়াপথ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মাথার খুলি অভ্যন্তরস্থ অগ্ন্যুত্তাপে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, বিশ্বসংসারে বুম করিয়া শব্দ হইল, শব্দ আকাশে গড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে ব্রহ্মাণ্ডের কপাল কপালিকা পৃথক হইয়া গিয়া সেই পথে শব্দ বাহির হইয়া গেল।

তাহার বাহির হইতে দূরস্থিত শত সহস্র অনবরত মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শুনা গেল—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ
তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ ॥

বিশ্বামিত্র ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, তাঁহার ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত মস্তকাস্থি নীচে নামিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার শরীর সবল সতেজ, ও কান্তিপুষ্টি হইল। বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, ব্রাহ্মণত্ব না পাই, বেদমন্ত্রদর্শন ব্রাহ্মণের স্বত্ব ছিল, তাহা ত ছিন্ন করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট, বলিয়া আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

৩

বিশ্বামিত্রের ধ্যানে ব্রহ্মাণ্ডে যে হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে, তাহা আর কাহারও অবিদিত রহিল না। তখন ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মর্ষিদিগকে মহাসভায় আহ্বান করিলেন। কণ্ব, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, সব আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আকাশপথে সভা হইল, বোধ হইল, আকাশপথে শত শত সূর্য্যের উদয় হইয়াছে; সভায় এক জন শূদ্র রাজাকে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হইল। বিশ্বামিত্রদৃষ্ট মন্ত্র গায়ত্রীনামে ব্রাহ্মণ-মাত্রেরই আরাধ্য জপনীয় মন্ত্র বলিয়া,স্বীকার করা হইল। কিন্তু ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলে, কোন ব্রহ্মর্ষি বা দেবর্ষিই অনুমোদন করিলেন না। কেহ বলিলেন, বিশ্বামিত্র এখনই বিশ্বের প্রায় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণত্ব ও বিদ্যা পাইলে এখনই সৃষ্টিলোপ করিবে। কেহ বলিলেন, উহার দুরাকাঙ্ক্ষা বড় প্রবলা, আজি ব্রাহ্মণত্ব পাইলে, কালি ব্রহ্মত্ব চাহিয়া বসিবে। অতএব উহাকে সাহস দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। অনন্তর সমবেত ব্রহ্মর্ষিগণ ব্রহ্মাকে প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠাইবার সংকল্প করিলেন। ব্রহ্মার প্রতি ভার রহিল, আপনি ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন আর যাহাই চায়, দিবেন। তখন সূর্য্য-বিনিন্দিত প্রভারাশি

বিস্তার করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা সূর্য্যরশ্মিরথে আরোহণ করিয়া হিমালয়ের সেই নিভৃত গুহায় আবির্ভাব করিলেন। বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ করিয়া বলিলেন, আমি ব্রহ্মা, তোমার ধ্যানে তৃপ্ত হইয়া বর দিতে আসিয়াছি। কি বর চাহ, যদি অদেয় না হয়, তবে দিব। "আমি ব্রাহ্মণত্ব চাহি, দিতে পার?" "না।" "আমি তোমার মত ব্রহ্মার বর চাহি না।" ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া আবার সূর্য্য-রশ্মিরথে আরোহণ করতঃ ব্রহ্মর্ষিসভায় উপস্থিত হইলেন; এবং উহাকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কেহই সম্মত হইল না। তখন পরামর্শ হইল সকলে গিয়া বিশ্বামিত্রকে বুঝাইয়া পড়াইয়া অন্য কোন বরদানে তুষ্ট করা যাউক। বশিষ্ঠ একবার নিজে যাইতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু পরে ব্রহ্মা ও অন্যান্য সভাসদ্গণের অনুরোধে যাইতে স্বীকার করিলেন। তখন তেজঃ-পুঞ্জকান্তি ঋষিগণ কেহ সূর্য্য-রশ্মিরথে, কেহ মনোজবে, কেহ বায়ু-অশ্বে, কেহ যোগবলে বিশ্বামিত্র সমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা আবার তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করাইলেন। বিশ্বামিত্র সমাগত বরদাতাগণের মধ্যে বশিষ্ঠকে দেখিয়াই চটিয়া গেলেন; এবং অনেকক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। সভাসদ্গণ বুঝাইতে লাগি-লেন। ব্রাহ্মণত্ব অতি সামান্য পদার্থ, তুমি যেরূপ

উপযুক্ত, যেরূপ তপস্বী মহাপুরুষ, তুমি ত ব্রাহ্মণের চূড়া। যখন ব্রাহ্মণমাত্রেই তোমার মন্ত্র পাঠ করিবে, জপ করিবে, নিয়ম করা গেল, তখন তোমার ব্রাহ্মণত্বের বাকী কি রহিল? ব্রাহ্মণত্বে অনেক কষ্ট, অনেক ব্রত নিয়ম করিতে হয়। তুমি রাজা, তোমার তাহা কষ্টকর হইবে।

বি। আমি যখন এত কঠোর তপ করিয়াছি, তখন কি ব্রাহ্মণের ব্রত পালন করিতে পারিব না?

"তুমি পারিবে না তা কি বলিতেছি, এত কষ্টে তোমার কাজ কি? তুমি ইন্দ্রত্ব লইবার জন্য চেষ্টা কর না কেন? তাহাই তোমার যোগ্যপদ। আর আমরা তোমার তপে সন্তুষ্ট হইয়া, আজি তোমায় রাজর্ষি উপাধি দিলাম। তুমি জান ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষির নীচেই রাজর্ষি, তোমায় তৃতীয় শ্রেণীর ঋষি করিয়া দিলাম। তোমার ব্রাহ্মণত্বে কাজ কি? এই লহ রাজর্ষি সম্ভ্রমসূচক পদক গ্রহণ কর।" বিশ্বামিত্র এই সমস্ত কথার চাতুরী বেশ বুঝিতে পারিলেন। ব্রহ্মর্ষি-গণ যে তাঁহার তপে ভীত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। তিনি পদক দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। বলিলেন, "ব্রহ্মর্ষিগণ তোমাদের চাতুরী বুঝিয়াছি। তোমরা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া আমায় ব্রাহ্মণত্বে বঞ্চিত করিলে। কিন্তু আমি

আর ব্রাহ্মণত্ব-প্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মত্ব চাহি, তোমাদের খোসামোদ ও তপস্যা আর করিব না, আমি নূতন পৃথিবী নির্ম্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। রাখ দেখি তোমরা কেমন পার।” বশিষ্ঠ ব্রহ্মাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, কেমন বলিয়াছিলাম ত, “ব্রাহ্মণত্ব এখনও পায় নাই, তাহাতেই এই।” ঋষিরা আবার নানা উপায়ে বিশ্বামিত্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। “তুমি মনে করিলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবে আশ্চর্য্য কি? যাহার তপোবলে ব্রহ্মাণ্ড দ্বিধাখণ্ডিত হইয়াছে, সে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু আমরা তোমার বন্ধু, তোমায় এক উপদেশ দিই, কেন এত কষ্ট পাইবে। এই ব্রহ্মাণ্ডে তুমি ত অদ্বিতীয়। তুমি ব্রাহ্মণের উপর, ব্রহ্মারও উপর; তবে কেন তুমি সৃষ্টিশ্রম স্বীকার করিতে চাও।”

বিশ্বামিত্র। “ব্রাহ্মণকুল নির্ম্মূল কর, আমি তোমাদের সৃষ্টিতে থাকিতে পারি। ব্রাহ্মণ আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে।”

ব্রহ্মাদি সকলে কোপে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্রও নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যবেক্ষণার্থ

ধবলগিরির সর্ব্বোন্নত শিখর দেশে আরোহণ করিলেন।

চতুর্থ খণ্ড।

শরৎকালের পরিষ্কার আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অগণ্য তারকাপুঞ্জের মধ্যে মধ্যে সময়ে সময়ে অস্পষ্ট শ্বেতনীহারের ন্যায় কোন পদার্থ লক্ষিত হয়। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে উহা আরও পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সে সব আর কিছু নহে, মালমসলা সংগ্রহ রহিয়াছে, এখনও পৃথিবী বা সৌর জগৎ গঠিত হয় নাই। নীহারের ন্যায় লক্ষিত হয় বলিয়া কেহ কেহ উহাকে নীহারিকা বলেন।

যে দিন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিবর্গের সহিত বিবাদ করিয়া ধবলগিরির উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করেন, সেই দিন প্রথমতঃ ঐ সকল নীহারিকা তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শূন্যপথে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তীরের ন্যায়, বাষ্পীয় শকটের ন্যায়, তড়িতের ন্যায় রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন। প্রতিমুহূর্ত্তে

শত সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। নিজে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ, তৎপশ্চাৎ আগুল্‌ফ-বিলম্বিত পিঙ্গলবর্ণ জটাজূটভার। সূর্য্যকিরণে ঝক্‌ঝক্ ঝক-ঝক্ জ্বলিতেছে। দিবসে দেখিয়া পৃথিবীস্থ লোক অকাল উল্কাপাতবৎ বোধ করিতে লাগিল। রজনী গাঢ়ান্ধকার হইলে বশিষ্ঠ আপন আশ্রমে নির্জ্জনে নিজমন্ত্র সাধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সহসা আকাশে ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। যে হৃদয় মহারণে অটল, ব্রহ্মর্ষিসভায় অক্ষুব্ধ, সে হৃদয় অকস্মাৎ ভীত ভীত হইয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র ক্রমে বায়ুপথ, ক্রমে স্থিরবায়ুপথ, ক্রমে কারণবারিপথ, ক্রমে মঙ্গল-কক্ষ, ক্রমে বৃহস্পতিকক্ষ, ক্রমে সমস্তগ্রহকক্ষ অতি-ক্রম করিয়া অন্য সৌর জগতে উপনীত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার গ্রহ উপগ্রহ পার হইয়া তৃতীয় সৌর জগতে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে সৌর জগৎ হইতে সৌর জগৎ, তার পর সৌর জগৎ, তাহার পর কত সৌর জগৎ পার হইয়া নিবাত, নিস্তব্ধ, নিঃসজ্ঞ, নিঃশব্দ, অপ্রতর্ক্য, অপ্রকল্প্য, শূন্যময় অনন্তে উপনীত হইলেন। উহা অনাদি, অনন্ত, গাঢ়, সুগম্ভীর, অকুল, অতল, অলজ্ঘ্য, অপার, আকৃতিবিহীন ভীমপারাবার-বৎ। আর গ্রহনক্ষত্রাদি নাই, ক্রমে তাহারা দূরতর

হইতে লাগিল। আলোকও ক্ষীণতর হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র মানুষবলে উঠিতেছেন না, তিনি যোগবলে উঠিতেছেন। সুতরাং এই কল্পনারও অগম্য ভীষণ স্থানে তাঁহার ভীতি সঞ্চার হইল না। বহুদূর এই অগাধ অনন্তমধ্যে যাইয়া তিনি ক্ষীণালোকে দেখিতে পাইলেন, কোন অলক্ষ্য কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে আবর্ত্তক্রমে অগাধ, অসীম, অসংখ্য, অনন্ত পরমাণুরাশি ক্রমাগত ঘুরিতেছে। এই তাঁহার গন্তব্য নীহারিকা বোধ হওয়ায় তাহার সম্মুখে অবিদূরে আপন গতি রোধ করিলেন।

২

বিশ্বামিত্র তথায় ধ্যানবলে জানিলেন, অগাধ, অনন্ত শূন্যগর্ভে অসংখ্য নীহারিকা আছে। তখন তিনি সেই সমস্ত নীহারিকা যোগবলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কত অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রাদি যে সেই অগঠিত পদার্থরাশিমধ্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, কে বলিতে পারে? বিশ্বামিত্র অতিক্ষীণালোকে দেখিতে লাগিলেন, যেন প্রকাণ্ডকায় জলজন্তুসমূহ জলোন্মথনে ভীত হইয়া কাচস্বচ্ছতড়াগের তলদেশে ত্রস্তভাবে কোন নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইতেছে। অথবা যেন

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডসমূহ দুই প্রতিকূল বায়ুতে প্রতাড়িত হইয়া এক স্থানে সমবেত হইতেছে।

যখন ইচ্ছামতসংখ্যক নীহারিকা উপস্থিত হইয়াছে দেখিলেন, তখন যোগবলে সেই সমস্ত নীহারিকা একত্র করিয়া তাহাতে ঘূর্ণাগতি সমুৎপাদন করিলেন। প্রত্যেক নীহারিকা আপন আপন কেন্দ্রে ঘুরিতে লাগিল, আর সমস্ত নীহারিকা ঐককেন্দ্রিক হইয়া ঘুরিতে লাগিল। ঘূর্ণাগতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে নিমেষে কোটী কোটী, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, বৃন্দ বৃন্দ, খর্ব্ব খর্ব্ব, নিখর্ব্ব নিখর্ব্ব, পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ ক্রোশ ঘুরিতে লাগিল। যতই ঘুরিতে লাগিল ততই পরমাণুসমূহ নিকটবর্ত্তী হইতে এবং ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। ক্রমে যত অধিক ঘনীভূত হইতে লাগিল ততই উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত প্রকাণ্ড পরমাণুরাশি জ্বলিয়া উঠিল। পরার্দ্ধ ক্রোশ দূরে নক্ষত্র ছিল, কোথায় লুকাইয়া গেল। গাঢ়ান্ধকার ভেদ করিয়া, তমোরাশিকে নূতন পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া, চিরান্ধকার অনন্তগর্ভগহ্বর আলোকিত করিয়া, সেই অনন্ত দিক্‌প্রসারী আলোক-পরম্পরা নব নব বেশে পলে পলে ছয় কোটী ক্রোশ পর্য্যটন করিয়া বশিষ্ঠকে সংবাদ দিবার জন্য ধাবিত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ আলোক উত্তম

হইয়াছে। তাঁহার সৌর জগতের সূর্য্য উত্তম হইয়াছে। কোটী কল্পেও এ অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে না।

৩

কিয়ৎক্ষণ জ্বলিতে থাকিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, "বুধ হউক," অমনি সেই ঘূর্ণ্যমান জ্বলন্তপদার্থ হইতে এক খণ্ড বাহির হইয়া গিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহারই চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল, এবং ক্রমে শীতল হইয়া বুধগ্রহরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, বুধ উত্তম হইয়াছে। অনন্তর কহিলেন, "শুক্র হউক," অমনি সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর এক খণ্ড ছুটিয়া গিয়া দূরে উহারই চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, শুক্র উত্তম হইয়াছে। আবার বলিলেন, "পৃথিবী হউক," অমনি আবার সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্শরাশি হইতে আর একখণ্ড ছুটিয়া গিয়া পাহাড়-পর্ব্বত-নদ-নদী-দ্বীপ-সাগরবতী পৃথিবীরূপে পরিণত হইল। বিশ্বা-মিত্র দেখিলেন, এ পৃথিবীর সহিত পুরাতন পৃথিবীর তুলনা হয় না। এইরূপে সেই অগাধ পরমাণুরাশি হইতে এক এক করিয়া তিন দিনের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, হর্শেল, নেপচুন, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি আমাদের সৌর জগতে যাহা যাহা আছে, বিশ্বামিত্র

তৎসমুদয়ই সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার পৃথিবী আমাদের পৃথিবী হইতে কোটী গুণে বড় হইল, সূর্য্য কোটী গুণে বড়। পৃথিবী হইতে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি প্রকাণ্ড দেখাইতে লাগিল।

৪

তৃণ, বায়ু, জল, পর্ব্বত, নদী, বন, বৃক্ষ, বরফ, যেমন যেমন এ পৃথিবীতে আছে, সব ঠিক তেমনি হইল; অধিকের মধ্যে নারিকেলগাছ, তখন এখানে ছিলনা— তাহা হইল। তাঁহার জগতে হিংস্র জন্তু রহিল না; বিচিত্র পক্ষী পক্ষচ্ছটায় নয়ন মন রঞ্জন করে, এইই অধিক; বিচিত্র পশু, দেখিতে অতি মনোহর; সমস্তই সুগন্ধিপুষ্পের বৃক্ষ—বৃক্ষের পত্র সুগন্ধি, কাষ্ঠ সুগন্ধি, ফুল সুগন্ধি, আস্বাদ সুগন্ধি—যে তৃণদ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগ আচ্ছাদিত তাহাও আতর অপেক্ষা সুগন্ধি। আকাশ হইতে যে বৃষ্টি পড়িত, তাহা গোলাব। বায়ু, ধূপ-ধূনা-গন্ধামোদিত। আহারীয় পদার্থ উৎপাদন করিতে হয় না—বন, জল, বায়ু আহারীয় প্রদান করে, এবং ইহার পরও সহস্র সহস্র বৎসর দিতে পারিবে, কাহারও কৃষিকর্ম্মের শ্রমস্বীকার করিতে হইবে না; লোকসংখ্যা যদি অগণ্য বর্দ্ধিত হয়, তবেই যাহা হউক।

বাড়ী ঘর দ্বার বিছানা রহিবে না, সুগন্ধি সুস্পর্শ অতি কোমল তৃণই শয্যা, সমস্ত পৃথিবীময় বিশ্বামিত্র পর্ব্বত কাটিয়া বৃষ্টির সময়ে থাকিবার জন্য সুন্দর স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রাস্তার উপর দারুণ সূর্য্য উত্তাপ, এ জন্য সমস্ত রাস্তার উপর আচ্ছাদন দেওয়া, তাহার উপর দুই প্রহরের সময় বরফ দেওয়া হয়, মাঠে যখন দারুণ গ্রীষ্ম রাস্তার উপর গেলে শরীর একেবারে জুড়াইয়া যায়। বিশ্বামিত্র নিজে স্বভাব-সৌন্দর্য্যের জন্য বড়ই পাগল, এই জন্য পাহাড়ে উঠিবার উপায় করিয়া দিলেন। লোকে যাহাতে সর্ব্বদা পর্ব্বতের শিখরাগ্র হইতে সমুদ্রের তলা পর্য্যন্ত সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারে, তাহার নানা উপায় করিয়া দিলেন।

৫

আর মনুষ্য—নূতন জগতে নূতন মনুষ্য হইল। সৃষ্টি আপনার মনোমত, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টিতে মনুষ্য সুখময়, দুঃখভোগের প্রবৃত্তি সকল আদৌ রহিল না। অতি উচ্চ অঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিরও উন্নতি হইবার উপায় রহিল। বিশ্বামিত্রের সংস্কার ছিল, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কেবলমাত্র মনের উচ্চতর

বৃত্তি সকল চালনা করিয়াই তাহারা ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পর স্বার্থসাধন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে একেবারে চক্ষুলজ্জাশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব যাহাতে সকল লোকেরই বুদ্ধিবৃত্তি সমানরূপে পুষ্ট হয়, বিশ্বামিত্র তাহার জন্য চারিদিকে বিদ্যালয়, কালেজ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। উচ্চনীতিশিক্ষা, উচ্চশাসন, প্রভৃতি শিক্ষাদিবার জন্য স্বতন্ত্র লোক রহিল না; সকল লোক একত্র হইয়া এ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। যুক্তি একমাত্র উপাস্যদেবতা, তদ্ভিন্ন আর উপাস্য দেবতা একেবারে রহিল না। সকলে নিত্য নিত্য যুক্তিদেবীর মাত্র উপাসনা করিত।

আর প্রেম? সকলই প্রেমময়, মানুষ সব সমান। যদি কাহারও কোন বিষয়ে উন্নতি হয়, তবে সে তাহাদ্বারা অন্য লোকের উপকার করিবে, সব সমান করিয়া লইবে। বিশ্বামিত্রের জগতে সব মানুষ সুন্দর, কাল কুৎসিত দুই একটা কদাচ কখন মিলিত কি না সন্দেহ। সকলেরই মুখে এমনি মোহিনীময় ভাব যে, মুখ দেখিলেই পরস্পর মোহিত হইয়া যাইতে হয়। সেখানে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলে, সেকহ্যাণ্ড বা নড বা নমস্কার করিত না, একেবারে কোলাকুলি ও গাঢ় আলিঙ্গন। সকলেই ব্যস্ত সকলেই উন্নতি-

পথে ধাবমান্। নূতন জগতে, নূতন উৎসাহে, লোকে এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতেছে, কখন পর্ব্বতে উঠিয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, কখন নদীগর্ভে গিয়া তথাকার গূঢ়তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে, কখন আকাশ পথে উড্ডীন হইয়া নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে। এইরূপে সকলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আত্মোন্নতি সমাজো-ন্নতি মনুষ্যোন্নতি সাধনার্থ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে।

বিশ্বামিত্রের সংসারে বিবাহ নাই ; কিন্তু প্রণয় এমনি পদার্থ, বিবাহ না থাকিলেও একবার মনো-মিলন হইলে প্রায় আর বিচ্ছেদ হইত না। বিচ্ছেদ হইলেও তিনবৎসরকাল পুনর্ম্মিলনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া কেহ অন্যের সহবাস করিত না। এরূপ করিলেও কেহ দোষ বলিত না : লোকে জিতেন্দ্রিয় ছিল ; চৌর্য্যাদি ভয়ানক দোষ কিছুমাত্র ছিল না। গীতবাদ্যাদি কলায় সমস্ত লোকই পটু ছিল, সকলে মিলিয়া সকল স্থানে হয় গান, নয় বাজনা, নয় অভিনয়, না হয় নৃত্য প্রত্যহই হইত। প্রত্যহ পৃথিবীময় নূতন উৎসব হইত, কোন প্রকার রাজা, সেনাপতি, কিছুরই ভয় ছিল না। সকলে মিলিয়া যাহা করে, তাহাই হয়। পদার্থের গূঢ়তত্ত্বানুসন্ধান, আর প্রতিবেশীদিগের মনোরঞ্জন, ইহাই বিশ্বামিত্রের পৃথিবীতে লোকের নিত্যকর্ম্ম হইল।

উল্লাস—উল্লাস—উল্লাস, মনের উল্লাসে পৃথিবীস্থ লোক নৃত্য করে। যে সকল কারণ থাকায় পৃথিবীর মানুষে মানুষে গরমিল, বিশ্বামিত্র মানুষের মন হইতে সেগুলি অতি যত্নে তুলিয়া দিয়াছিলেন। যশের আশা, টাকার তৃষ্ণা ও আধিপত্যের আশা কাহারও ছিল না। কেবল আমোদ; আজি আমার আমোদে তুমি যোগ দিলে, কালি তোমার আমোদে আমি যোগ দিলাম। বিশ্বামিত্রের দেশে মানুষ মরিত না, উহারা এক পৃথিবী হইতে অন্য পৃথিবীতে চলিয়া যাইত; এইরূপে সাত আটবার ঘুরিয়া আবার সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইত। বিশ্বামিত্রের পৃথিবীতে জন্ম দুইপ্রকার। পুনরাবর্ত্তন জন্ম আর নূতন জন্ম; নূতন জন্ম সংখ্যায় সংখিত ছিল, রোজ সেই কয়টি করিয়া নূতন জন্ম হইত; বাকি পুনরাবর্ত্তন জন্ম। বিশ্বামিত্রের পৃথিবী অল্পকাল ছিল, অধিক নূতন জন্ম হইলে কি হইত বলা যায় না।

৬

ওদিকে বাল্মীকি হিমালয়জঙ্গল মধ্যে কেবল রোদন করিয়া বেড়ান, রোদনের বিরাম নাই, অন্তর্দাহেরও বিরাম নাই, কি পাপই করিয়াছি, কেমন করিয়া এ

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, যত ভাবেন ততই হৃদয় উদ্বেল হয়, ততই একস্থানে স্থির থাকিতে পারেন না। দস্যুদলের সহিত আর দেখা করেন না। তাহারা খুঁজিয়া বেড়ায়, দেখা পায় না। মানুষ দেখিলে হৃদয়ের জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠে, জঙ্গলে পশু পক্ষীর সহিত বাস হইতে লাগিল, পশু পক্ষীও তাঁহার কাতর ভাবে কাতর। তিনি কোন পশুকে আহার দেন, কাহার গলা চুল্কাইয়া দেন, কাহাকেও স্নান করাইয়া দেন, এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে একদিন এক ক্রৌঞ্চমিথুন বড় আদর করিয়া পরস্পর বসিয়া খেলা করিতেছে, এ ওর গায় পড়িতেছে, এ ওকে ঠোকরাইতেছে, এ একবার সরিয়া দূরে যাইতেছে, ও আবার সরিয়া সরিয়া ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া আসিতেছে। এ একবার উলটিয়া উহার ঘাড়ে পড়িতেছে, ও আবার উলটিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িতেছে। আবার উড়িয়া উড়িয়া পাখা নাড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ করিয়া আর এক ডালে বসিতেছে, বাল্মীকি একতান মনে উহাদের ক্রীড়া দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, "ইহারা আমা অপেক্ষা কত সুখী, আমি কেন অমনি করিয়া আমোদে মত্ত হইয়া বেড়াই না। আমারও ত কত সঙ্গী আছে।" আর ভাবিতে পারিলেন না। পূর্ব্ব কথা আবার নূতন হইয়া হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল।

তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, হঠাৎ একটা তীর আসিয়া একটি পক্ষীর প্রাণ সংহার করিল। পক্ষী পড়িয়া ভূতলে লুটাইয়া ছটফট করিতে লাগিল। ব্যাধে দৌড়িয়া পাখী লইতে আসিল। বাল্মীকি বলিলেন, রে পাপাত্মা—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাস্ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনা দেকমবধীঃ কামমোহিতং॥

বলিবামাত্র বাল্মীকি দেখিলেন, নির্ঝরমধ্য হইতে একটি কন্যা কানন-পথ আলো করিয়া আসিতেছে, তাহার কান্তি অপ্সরাবিনিন্দিত, জ্যোৎস্না অপেক্ষাও স্নিগ্ধ মন্দ ও হৃদয়-মুগ্ধকর। কামিনীর কমনীয় কান্তি দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ব্যাধ ক্রৌঞ্চ সংগ্রহ করিতে হস্ত প্রসারণ করিতে ছিল, সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। পশু, পক্ষিগণ নীরব হইল। কন্যা বাল্মীকির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাল্মীকির কথা সরিল না, কন্যাও বাল্মীকিকে কথা কহিবার অবকাশ দিলেন না। বলিলেন, "বাল্মীকি, বিস্মিত হইও না, আমি সরস্বতী, ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাহাকেও তোমার মত কোমলহৃদয় দেখি নাই এইজন্য তোমায় এই বীণা দিতে আসিয়াছি। এই বীণা তোমার ও তোমার মত

লোকের হাতে চিরদিন থাকিবে, তোমরা পরহিতব্রতে দীক্ষিত হইয়া কেবল পরের জন্য ইহার ব্যবহার করিবে” বাল্মীকি চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া বীণাগ্রহণ করিলেন, কিন্তু বীণা তাঁহার হাতেই রহিল, সরস্বতী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

পঞ্চম খণ্ড।

বিশ্বামিত্র পৃথিবী হইতে নূতন সৃষ্টির জন্য প্রস্থান করিলে পুরাতন সৃষ্টির কি হইল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। পৃথিবীময় গোলমাল, অরাজক, লুঠপাট, সর্ব্বদা শোণিতস্রোত-প্রবাহ। আমরা ইতিহাসে অনেক অরাজকসময়ের বিষয় পাঠ করিয়া থাকি। যবন-সাম্রাজ্য বিনাশ হইলে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপন পর্য্যন্ত ভারতে যেরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়াছিল, এমন বোধ হয় পৃথিবীর কোথাও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বিশ্বামিত্রের সর্গার্থগমনের পর যাহা ঘটে, উহা তাহার শতাংশের একাংশও নহে। মোটামুটি বলিতে গেলে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাক্ষস ও বানর এই চারিটী প্রধান জাতি ছিল। যবন, ম্লেচ্ছ, চীন, হূনাদিজাতির রাজ্য, বিশ্বামিত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের রাজারা অনেকেই

যুদ্ধক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকে পলাইয়া বশিষ্ঠের আশ্রয় পাইয়াছিলেন, অনেকে যে, কে কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার ঠিক নাই, তাঁহাদের রাজ্যেও ভয়ানক বিশৃঙ্খলা। লুঠেড়ারা দল বাঁধিয়া দিনে লুঠ করে, নগর দাহ করে, নগরকে নগর কাটিয়া ওয়ার করিয়া দেয়। এই সময় বাল্মীকি, সর্ব্বপ্রধান লুঠেড়া দলের আধিপত্য ত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয় নাই, তাহারা গুহক নামক চণ্ডালকে কর্ত্তা করিয়া সমস্ত হিন্দুস্থান লুঠ আরম্ভ করিয়াছে। আজি যমুনোত্রী, কালি প্রয়াগ, অদ্য শতদ্রুসংগম, পরশ্বঃ সরযূ-তীরে লুঠ করিতে লাগিয়াছে। এই সময় লুঠেড়ার দল দেখিলে কলির একাকার বোধ হইত, বড় বড় দলে ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বানর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সব একত্র আহার, একত্র শয়ন, এক ব্যবসায়, এক আমোদে মত্ত হইয়া মহাধুমধামে বাস, এক নরহত্যা ও দেশ লুণ্ঠনকার্য্যে সব ব্রতী, তাহারা একেবারে দেবের দুর্দ্দম হইয়া উঠিল। এই ঘোর বিশৃঙ্খলার সময় যদি একটি রাজত্ব প্রবল থাকিত, তাহা হইলেও হইত। যদি এক জাতির প্রাধান্য থাকিত, তাহা হইলেও হইত। তাহা ছিল না। সকল রাজ্যেই দুইটী করিয়া দল ছিল। সকল জাতির মধ্যেই অনৈক্য ছিল, যে দলের হস্তে রাজক্ষমতা ছিল, তাহারা ঘোর অত্যাচারী, তাহাদের

দারুণ অত্যাচার অপেক্ষা লুঠেড়াদিগের অত্যাচার সহস্র অংশে শ্রেষ্ঠ। লুঠেড়ারা খুন করিত, উহারা দগ্ধাইয়া দগ্ধাইয়া মারিত। এই সময়ে রাবণ প্রবল পরাক্রম নরপতি। পরস্ত্রী হরণ, পরধন অপহরণ, পরদেশ লুণ্ঠন, পরপীড়ন, ক্রীড়ার্থ পরকে যন্ত্রণাপ্রদান, তাঁহার প্রধান আমোদ। তাঁহার দেশে তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষে ভ্রাতা বিভীষণ। রাবণ বিভীষণকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বিভীষণের স্বপক্ষ হইয়া কথা কহিয়াছিল বলিয়া, একজন প্রধান মন্ত্রীর নাসাকর্ণচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বানররাজ্যস্থ সুগ্রীবের সহিত বিভীষণের মিত্রতা হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য খরদূষণ নামক নিষ্ঠুর ও অবিমৃষ্যকারী সেনাপতিদ্বয়কে দণ্ডকারণ্যে সুগ্রীবের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন।

বানরদিগের দেশে বালীরাজা নিজ বিরুদ্ধ পক্ষকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। নিজে ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতেন। বড় বড় লোকালয় সকল বালীর অনুচরবর্গের অত্যাচারে জনশূন্য ভয়ঙ্কর মরুর ন্যায় হইয়াছিল। ঐ যে "দণ্ডকারণ্য" "দণ্ডকারণ্য" শুনা যায়, উহা এককালে সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা বালীরাজার অত্যাচারে নির্জ্জন অরণ্য, সিংহব্যাঘ্রাদিনিবাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুই দল, দুই দলই বা বলি কেন?

সকলেই স্ব স্ব প্রধান, তবে এই সমস্ত স্ব স্ব প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দলের প্রধান নায়ক পরশুরাম—ক্ষত্রিয়ের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিতে কৃতসংকল্প। কিন্তু পরশুরাম সকলের উপর চটা, তিনি সমুদ্রতীরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহার কথামত কাজ না করাতে আবার ক্ষত্রিয় প্রবল হইয়াছে, অতএব তাঁহার ইচ্ছা দুয়েরই মূলোচ্ছেদ হয়। তিনি একাই এক সহস্র। তিনি ব্রাহ্মণদিগের কার্য্যে যোগ দেন না। তাঁহার মত যাহারা ক্ষত্রিয়ান্তক, তাহারা যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। ব্রাহ্মণদিগের অপর দলের অধিনায়ক বশিষ্ঠ, তিনিও আপন দলের সর্ব্বময় প্রভু নহেন। তবে তাঁহার দলে তাঁহার কতকটা প্রভুত্ব আছে।

ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে একদল বশিষ্ঠের নিকট নানা প্রকারে বাধ্য, এইজন্য তাহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে যাহাতে মিল থাকে, তার জন্য যত্নবান্। এই দলের মধ্যে অযোধ্যার ও মিথিলার রাজবংশ প্রধান। আর এক দল পরশুরাম যেমন ক্ষত্রিয়ান্তক সেইরূপ তাঁহারা ব্রাহ্মণান্তক। বিশ্বামিত্রবংশ ইহাদের সর্ব্বপ্রধান। বশিষ্ঠ ভিন্ন আর সকল দলই পরস্পর অনিষ্ট করিবার জন্য প্রাণও দিতে পারে। ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ নষ্ট করি-

বার জন্য বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী খরদূষণকে আহ্বান করিতেন কখন কিন্তু করিতেন না। প্রয়োজন হইলে পরপক্ষ-পীড়নের জন্য, দস্যুদল আহ্বান করিতে কাহারও মনে কোনরূপ কষ্ট হইত না, সামান্য কারণে বিবাদ হইয়া দেশকে দেশ ছারখার হইয়া যাইত। অধিক উদাহরণ দিতে হইবে না, এক দিন বিশ্বামিত্রের রাজধানী কান্যকুব্জ নগরে একজন ব্রাহ্মণ ধরা পড়িল। মন্ত্রী ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত, কশাঘাত করিলেন, তাহার নাসা কর্ণচ্ছেদ করিয়া কর্ণে গলা সীসা ঢালিয়া দিলেন। তাহার পর বহুসংখ্যক কুকুর আনিয়া তাহাকে এই সকল কুকুর সমভিব্যাহারে পিঁজরাবদ্ধ করিলেন, দারুণ যন্ত্রনায় অধীর হইয়া, ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজের নাম করিল। ভরদ্বাজ ঋষি বহু-সংখ্যক শিষ্য সঙ্গে যমুনা হইতে অল্প দূরে বাস করেন, তিনি এক প্রকাণ্ড জঙ্গলখণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা, কি তিনি বশিষ্ঠ বা পরশুরাম কোন দলেই নহেন। তাঁহার মত ব্রাহ্মণ নির্ব্বিরোধে থাকিবে, তিনি পৌরোহিত্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু তিনি অসদ্ভাবও করেন না, অতএব তাঁহাকে সকলেই ভক্তি করে। মন্ত্রী যন্ত্রণায় মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের মুখে ভরদ্বাজের নাম শুনিয়া উহাকে ভরদ্বাজের গুপ্তচর মনে করিয়া আরও যন্ত্রণা দিয়া উহার প্রাণবধ করিলেন, এবং কুড়িদল

দস্যু সংগ্রহ করতঃ পরদিন ভরদ্বাজ মুনির তপোবনের চারিদিকে আগুন লাগাইয়া দিলেন। ভরদ্বাজ এবং তাঁহার কয়েকজন শিষ্য যোগবলে নিস্তার পাইলেন; কিন্তু অসংখ্য প্রাণিসমেত সমস্ত বন একদিনে মরুময় হইয়া উঠিল।

২

এদিকে বাল্মীকি সরস্বতীর বীণা পাইয়া, ও কবিতার আস্বাদ পাইয়া হিমালয়ের গভীর বনভূমি ত্যাগকরতঃ লোকালয়ে আসিলেন, আসিয়া লোকালয়ের ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। লোকের দুঃখে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই নয়ন দিয়া জলধারা পড়িল। এই জলধারা কয়জনের পড়ে? কিন্তু এ জলধারা এক একটি অমূল্য ধন, এক বিন্দুতে শত অত্যাচার শমিত হয়। এই ভাবে রোদন ও গান করিতে করিতে বাল্মীকি সমস্ত হিন্দুস্থান পর্য্যটন করিলেন। কিরূপে নিবারণ করেন জানেন না; কিন্তু আর থাকিতেও পারেন না। একদিন এক নদীতীরে বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন আর নয়নাসারে সলিলপ্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছেন, এমন সময়ে অতিদূরে ঘোরতর ভয়ঙ্কর শব্দ হইল;—প্রথম ডাকাইতির মত চীৎকার, তাহার পর আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, বাল্মীকি

আর থাকিতে পারিলেন না। দৌড়িয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দূরে গিয়া দেখেন, এক প্রকাণ্ড নগরে লুঠ আরম্ভ হইয়াছে। বাল্মীকি বীণা লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং দস্যুদলের নায়কের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমরা এ কর্ম্ম ছাড়।"

পরের জন্য কান্নার অনেক গুণ, তুমি নিজের জন্য কাঁদ, তোমার কান্না কেহ শুনিবে না, তুমি এক বার পরের জন্য কাঁদ দেখি, সকলেই তোমার সঙ্গে কাঁদিবে, তাহাতে আবার যদি তোমার কান্নার গভীর সহৃদয়তা থাকে তাহা হইলে আরও কাঁদিবে। বাল্মীকির রোদনে ও গানে এবং তাঁহার ভাবে দস্যু-দলপতি একটু গলিলেন, গলিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন যে, গায়ক বাল্মীকি। দস্যুদলপতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ লুঠতরাজ বন্ধ করিতে হুকুম দিলেন। তাঁহার নিজের দল থামিল। কিন্তু তাঁহার দলে যে ম্লেচ্ছ যবন বার্ব্বর ও রাক্ষস ছিল, তাহারা থামিবে কেন? দলপতি নিজে তাহাদিগকে থামাইতে গেলেন; কিন্তু গিয়া দেখেন, রাক্ষসেরা রাজপরিবারস্থ সকলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। দস্যুদলপতি তখনও তাহাদের থামিতে বলিলেন। একে রাক্ষস, তাহাতে মদ খাইয়া লুঠে উন্মত্ত হইয়াছে। তাঁহার কথা তাহারা কেন শুনিবে?

তাহারা আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন দলপতি বাহুবলে তাহাদিগকে নগরবহিস্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু বাহিরে গিয়াই তাহারা যবন ম্লেচ্ছ ও বানরের সহিত মিলিত হইয়া ভীমপরাক্রমে দস্যুশিবির আক্রমণ করিল। দলপতি কষ্টে শিবিরমধ্যে আসিলেন, আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে চমৎকৃত হইলেন। দেখিলেন বাল্মীকি বীণাহস্তে "ভাই ভাই" গাইতেছেন, সমস্ত দস্যুদল শুনিয়া কেবল কাঁদিতেছে,—নিঃশব্দে সহস্র যোদ্ধা কাঁদিতেছে। নরহত্যা যাহাদের ব্যবসায়, জীবিকা, তাহারা সকলেই কাঁদিতেছে—অস্ত্রত্যাগ করিয়াছে। সমবেত রাক্ষসাদি যে আক্রমণ করিতেছে, সেদিকে দৃক্‌পাতও নাই। রাক্ষসেরা ভীমপরাক্রমে আক্রমণ করিল, বাল্মীকির গান আরও উচ্চ হইল, দয়াভিক্ষায় পূর্ণ হইল। মানবদুঃখবর্ণনায় পূর্ণ হইল। হৃদয় মাতাইয়া তুলিল। রাক্ষসগণও ক্রমে মোহিত হইয়া শুনিতে লাগিল। ঋভুদিগের গান শুনিয়া বাল্মীকির যাহা হইয়াছিল, আজি সমস্ত দস্যুদলের সেই ভাব হইল। কি যবন, কি ম্লেচ্ছ, কি রাক্ষস, কি বানর সব মোহিত, দয়া সকল হৃদয়ে প্রবল হইল। গানে কেমন বলিতেছে "ভাইরে যা করেছিস্ করেছিস্, আর করিস্ নে। দেখ দেখি, তোর যদি এমনি হয়, তুই কি করিস্। সকলেই মানুষ তো?

তোর শরীর যেমন রক্তমাংসময়, সবারই তেমনি। মনে কর, যদি তোর লাগে, কত দরদ হয়; কিন্তু আপনার একটু লাগিলে অস্থির হস্, আর অন্যের মস্তকে তরবারি আঘাত করিস্। আপন পরিবারের প্রতি নজর দিলে সইতে পারিস্ না; কিন্তু পরের পরিবারের প্রতি কত অত্যাচার করিস্। আহা! একবার মনে কর দেখি রে তাদের তখন কি হয়। পরের ছেলের মাথা অনায়াসেই কাটিস, কিন্তু একবার মনে কর দেখি রে তোর নিজের ছেলের ওরকম হলে কি হয়?" শ্রোতৃগণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়িল, "রক্ষা কর গুরো! উপায় বলিয়া দেও।" আবার গান চলিল, "সব ভাই ভাই বল, সবাই আপন, পর কেহ নাই, সবাই মানুষ, শীতে তোমার যেমন, সবারই তেমনি। গ্রীষ্মে তোমার ঘাম হয়, সবারই তেমনি। বর্ষার জলে তুমি ভিজ, সবাই সেইরূপ ভিজে। অতএব তোমায় আর আর মানুষে ভেদ কি, সবাই মিল, সবাই মিল, এক-তান একপ্রাণ হও, আমি তোমার, তুমি আমার হও। এক তৃণ সবার শয্যা, এক পৃথিবী সবার বাস, এক সূর্য্য সকলকে আলো দেয়, এক চাঁদে সকলের প্রাণ জুড়ায়। তবে প্রাণ কেন দুই থাকে?" গানে যে কত বলিতেছে, কে বলিবে, কতক্ষণ যে গাইল, কে

বলিবে? হীন কবি বাল্মীকির গান কতক্ষণ ব্যাখ্যা করিবে?

গানের ফল এই হইল, সকলে দস্যু-বেশ ত্যাগ করিয়া বাল্মীকির পায়ে জড়াইয়া পড়িল। দস্যুদলপতি গুহকচণ্ডাল পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাল্মীকি তাহাদিগকে পা ছুঁইতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "আমি দেবতাও নহি, অবতারও নহি, রাজাও নহি, তোমরাও যাহা আমিও তাহাই। আমার পায়ে পড়িলে কি হইবে, দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, আর করিও না। জীবন পরিবর্ত্তন করিয়া সৎপথে জীবন কাটাও, সুখী হইবে।"

এই বলিয়া সকলকে নিবৃত্ত করিতেছেন, এমন সময়ে নগরবাসীদিগের হতাবশিষ্টগণ কেহ খঞ্জপদ, কেহ চক্ষুকাণা, কাহারও অগ্নিতে গাত্র দগ্ধ হইয়াছে, কেহ বৃদ্ধ পিতাকে কাঁধে করিয়া, কেহ অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় শিশু সন্তান বুকে করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছে; দেখিতে পাইল, রাজবংশ রাক্ষসে খাইয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং অরাজক রাজ্যে বাস করা অবিধেয় ভাবিয়া যাহার যেখানে আত্মীয় আছে, সে তথায় যাইতেছে। বাল্মীকি উহাদের দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ তোমাদের কীর্ত্তি দেখ;" বলিতে না বলিতে চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। সকলেই

অনুতাপে পাপবোধে বিষণ্ণ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল।
বাল্মীকি বলিলেন, "যাও উহাদের ফিরাইয়া লইয়া
এস। সকলে উহাদের নিকট গেল, যাইবামাত্র নগর-
বাসিগণ আবার আর্ত্তনাদ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইল।
ডাকাইতেরা তখন বুঝিতে পারিল, দুষ্টলোকে সত্য
কথা বলিলেও লোকে বিশ্বাস করে না। তাহারা
বাল্মীকিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করিল;
বাল্মীকি যে দস্যু নন তাহা উহারা জানিবে কি
প্রকারে?

যাহা হউক বাল্মীকি উহাদিগকে ফিরাইলেন,
এবারও আপন গানে। বাল্মীকি এমনি মিষ্ট তান
ধরিয়া উহাদের নিকট এমনি করুণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা
করিতে লাগিলেন যে, উহাদের চিত্ত দয়ার্দ্র হইল;
উহারা বাল্মীকির কথায় নগরে ফিরিয়া আসিল।
কিন্তু অরাজক দেশে বাস করা অন্যায়, এজন্য উহারা
বাল্মীকিকে রাজা হইতে অনুরোধ করিল। বাল্মীকি
রাজা হইলেন না, কিন্তু তিনি দস্যুদলপতি গুহক
চণ্ডালকে রাজা করিয়া দিলেন। গুহকের রাজ্যে
সমবেত সমস্ত ম্লেচ্ছ যবন বানর রাক্ষস একত্র সুখে
বাস করিতে লাগিল, আর দস্যুবৃত্তির নামও করিত
না। পরদেশ লুণ্ঠনের ইচ্ছা দূরীভূত হইল। কিন্তু
অন্য কেহ অত্যাচার করিতে আসিলে, উহারা পরাক্রম-

সহকারে সে উপদ্রব নিবারণ করিত; সুতরাং পৃথিবী-মধ্যে একটী শান্তিময় রাজ্য স্থাপিত হইল। কিন্তু এ রাজ্য যে স্থায়ী হইবে, এত দস্যু যে এক হইয়া থাকিবে, বাল্মীকির মনে বিশ্বাস হইল না। বাল্মীকি প্রতি-মাসে এক একবার গুহকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, আর অপর সময় আপন হৃদয়ের আদেশ-মত গান করিয়া পৃথিবী শুদ্ধ বেড়াইয়া বেড়াইতেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বিশ্বামিত্র অপ্রতিহত প্রভাবে ও অপত্য নির্ব্বি-শেষে নিজ নূতন সৃষ্টি পালন করিতে লাগিলেন। যাহাতে লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়, যাহাতে লোকে জীবনকাল পরম সুখে কাটাইয়া যাইতে পারে, একটুকুও কষ্ট না হয় তাহার জন্য তাঁহার প্রাণপণ যত্ন, কিন্তু তাঁহার নিজের কি! যতদিন সৃষ্টি উৎসাহে ছিলেন নিজের কথা মনে হয় নাই। নিজে তিনি সৃষ্টির ঈশ্বর। যখন মানুষে সঙ্গ না পায়, যখন প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে না পায়, তখন সামান্য মানুষ ক্ষেপিয়া যায়। এই প্রকাণ্ড পুরুষ প্রধান মহারাজা বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ পদে আরোহণ করিয়া আপনার একত্ব বুঝিতে পারিলেন। সব

হইল কিন্তু সুখ কই? নিজের কি হইল? তিনি নিজ সৃষ্টিস্থ মানুষের সঙ্গে মিশিলেন। কিন্তু যাহাদের সঙ্গে চিরদিন কাটাইয়া আসিয়াছেন, যাহারা তাঁহার নিজ সুখ দুঃখ বুঝে, তাহারা কই। ইহারা ত সুখী, বিশ্বামিত্র ত মানুষ। দুঃখ ভোগ ত তাঁহার অদৃষ্টলিপি। তিনি দুঃখিত হইলে, উন্মনা হইলে, তাঁহার মুখ পানে তাকায় এমন লোক কই? তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখ পাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন যায়, শেষ তাঁহার ইচ্ছা হইল যে কতকগুলি পৃথিবীর লোক আনিয়া রাখিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি কান্যকুব্জ নগরটী উঠাইয়া আনিবার জন্য প্রকাণ্ড নগর নির্ম্মাণ করিলেন। এ সৃষ্টিতে ত শত্রু-ভয় নাই, নগরে গড় প্রাচীর কিছুই রহিল না। সুরম্য হর্ম্ম্য প্রকাণ্ড প্রাসাদে নগর পরিপূর্ণ হইল। তখন বিশ্বামিত্র পৃথিবীতে উপস্থিত হইলেন। কান্যকুব্জ নগরে গেলেন। মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরিবারগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, দেখিলেন এই সমস্ত আপন লোকের মধ্যে যত সুখ, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে মানুষ যদি ঈশ্বর হয় তথাপি একাকী তাহার তত সুখ হয় না। একবার ইচ্ছা হইল পৃথিবীতে থাকি। আবার সেখানকার কর্ত্তৃত্ব ও এখানকার কর্ত্তৃত্ব ও এখানকার ব্রাহ্মণদিগের কথা মনে পড়িল, তিনি স্বজন বর্গকে আপন সৃষ্টিতে

লইয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। সমস্ত কান্যকুব্জ নগর শুদ্ধ উঠিতে লাগিল। আস্তে আস্তে উঠিতে লাগিল, পৃথিবীর লোক আশ্চর্য্য হইয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। উড্ডীয়মান নগর মধ্যে নানারূপ সুন্দর বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল সকলে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই তাহাদিগের সুখ দুঃখ রূপে পরিণত হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নিশ্বাস বহে না, গলা ফুলিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র পৃথিবী-বায়ু আকর্ষণ করিলেন। তাহা আসিল না। বিশ্বামিত্র মহা বিভ্রাটে পড়িলেন। পৃথিবী-বায়ু সৃষ্টি করিতে গেলেন, তাহা হইল না। ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন। ব্রহ্মা আসিলে তিনি বলিলেন, "তুমি এখনও আমার সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহ, আমি এই আপন স্বজন সঙ্গে নিজ সৃষ্টিতে যাইব, তুমি বাধা দিতেছ কেন?" ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি যে তপের বলে সৃষ্টি করিয়াছ কেবল তাহাতেই ক্ষয় হইয়াছে, তোমার আর তপোবল নাই যে তুমি কোন নূতন কাজ কর। নূতন কাজ করিতে গেলেই তোমার সৃষ্টি নাশ হইবে, আমি তোমায় বলি তুমি এখনও স্থির হও, বুঝিয়া চল।" "পাষণ্ড যত বড় মুখ তত বড় কথা, আমায় বল কিনা বুঝিয়া চল, এই দেখ নিজ পৃথিবী হইতে বায়ু আনিয়া ইহাদিগকে লইয়া যাইব"

বলিয়া বিশ্বামিত্র বেগে প্রস্থান করিলেন। কান্যকুব্জ তথা হইতে বেগে পড়িতে লাগিল। ব্রহ্মা দেখিলেন তাহা হইলে নিজ সৃষ্টিই নাশ হইবে। নিজে ধীরে ধীরে তাহাকে নামাইয়া যথা স্থানে স্থাপিত করিলেন। বিশ্বামিত্রের অনুচর বর্গ ব্রাহ্মণদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল। রাক্ষসদিগের সহিত যোগ দিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিল।

২

বিশ্বামিত্র আপন পৃথিবীর বায়ু শূন্য পথে চালাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পারিলেন না। তখন ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মার স্মরণ করিলেন। আবার ব্রহ্মা আসিলে, বলিলেন "আমার বায়ু শূন্য পথে যাইবার পথ ছাড়িয়া দাও" ব্রহ্মা বলিলেন। "সে তপোবল তোমার নাই, আর তোমার তপোবল না থাকিলে আমার দিবারও ক্ষমতা নাই।" বিশ্বামিত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে কারাগারে রুদ্ধ করিতে গেলেন। পারিলেন না। তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া গদা তুলিয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি নাশে কৃতসংকল্প হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন "যে ভাবে আছ সেই ভাবেই থাক, নূতন কার্য্য করিতে গেলেই তোমার সৃষ্টি নাশ হইবে।" বিশ্বামিত্র গালি দিয়া ব্রহ্মাকে দূর করিয়া দিলেন।

পরে গদা তুলিলেন। গদা একবার হাত হইতে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার মহা বেগে গদা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। ওদিকেও তাঁহার পৃথিবীতে ফাট ধরিল। তিনি গদা ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া গদা প্রহার করেন। এই জন্য লক্ষ্য করিতেছেন, আর গদা ঘুরাইতেছেন। তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি সকল আরও বিশ্লিষ্ট হইতে লাগিল, ক্রমে গদা যত ঘুরিতে লাগিল, সমস্ত বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি নীহারিকা রূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র গদা ছুড়িলেন, আর তাঁহার সংগৃহীত নীহারিকাসমূহ যে যে দিক হইতে আসিয়াছিল, ভীম বেগে সেই সেই দিকে চলিয়া গেল। অনন্ত-গর্ভ গহ্বর যেমন ক্ষীণালোকময় ছিল, তেমনি ক্ষীণালোকময়ই রহিল। আর নীহারিকাকুল যে সকল নক্ষত্রাদি টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা স্বস্ব স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে নূতন পৃথিবী 'জলের বিম্ব জলের' ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া গেল। যে ঈশান কোণ পৃথিবী হইতে নক্ষত্র রাশিতে ভরাভরা দেখা যাইত, তাহা আবার শূন্যময় হইয়া গেল। বিশ্বামিত্র-পৃথিবীতে নূতন মনুষ্যের যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছিল, তাহা আর রহিল না। মানুষও সব, আবার অগঠিত পদার্থ

রাশি মধ্যে বিলীন হইল। সে সুন্দর পাহাড় পর্ব্বত, সৌধ, প্রাকার রাজপথ সমেত সমস্ত পৃথিবী আবার অগঠিত পদার্থরাশিরূপে পরিণত হইল। যে সমাজ-বন্ধনে অত্যাচার ছিল না, ছোট বড় ছিল না, যাহাতে কেবল প্রেম আর ঐক্য আর সাম্য, তাহাও অনন্তগর্ভে নিহিত হইল।

৩

আর বিশ্বামিত্র গদা ছুড়িয়াই মূর্চ্ছিত। কোথায়? স্থান আছে কি? শূন্য মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজ পৃথিবীর আকর্ষণ এতক্ষণ ছিল, এখন তাঁহার মৃতপ্রায় দেহপিণ্ড আমাদের পৃথিবী আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে বড় ভাল বাসিতেন, এই জন্যই বারম্বার তিরস্কৃত হইয়াও উহাঁর নিকট বারবার যাইতেন এবং উহাঁকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য বারবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি দেখিলেন বায়ু অভাবে অচিরাৎ বিশ্বামিত্রের প্রাণ নাশ হয়। এজন্য নিজে পৃথিবী-বায়ু আনিয়া তাঁহার নিকট ধরিলেন। বিশ্বামিত্রের প্রাণ বিয়োগ হইল না, কিন্তু তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে শূন্য-পথে মূর্চ্ছিত ভাবে পড়িতে লাগিলেন। মুখে রক্ত বমন

হইতে লাগিল। শরীর ফুলিয়া উঠিল। আর তিনি পড়িতে লাগিলেন, কে জানে কত কাল ধরিয়া তিনি পড়িয়া ছিলেন।

সপ্তম খণ্ড।

আজি পৃথিবীতে মহা প্রলয় উপস্থিত। আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই পৃথিবীতে মানুষ বলিয়া প্রাণী থাকিবে, আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই ব্রাহ্মণাদি জাতি থাকিবে, আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই সৃষ্টি রক্ষা হইবে।

আজি কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞ করিবেন, তথায় সমস্ত ভূচর খেচর উভচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিবৃন্দ আহূত হইয়াছে। যজ্ঞ সম্বৎসরব্যাপী। কৌশাম্বীর চতুর্দ্দিকস্থ বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। কিন্তু মন কাহারও স্থির নহে। এরূপ অগাধ জনসমুদ্রমধ্যে যখন চারিদিকে এরূপ শত্রুতা ও বৈরিতা, তখন একটুতেই প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া উঠিতে পারে। বাস্তবিক বাধিয়াও উঠিল। কৌশাম্বীনাথ সূর্য্যবংশীয় নরপতি ব্রাহ্মণপক্ষপাতী। তিনি বশিষ্ঠকে আপন পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। অমনি বিশ্বামিত্রের দল ও পরশুরামের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্রের

মন্ত্রী খরদূষণ ও বালী রাজাকে সঙ্গী পাইলেন। তিনি অনেক দিবসাবধি বহু সংখ্যক প্রবলপরাক্রম দস্যুদল-পতিকে অর্থ দ্বারা বশ করিয়াছিলেন। তাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। বশিষ্ঠপক্ষীয় ব্রাহ্মণ এবং অযোধ্যা ও মিথিলার রাজগণ যজ্ঞরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। বশিষ্ঠের আশ্রিত পারদ হূনাদি-জাতিও তাঁহার রক্ষার্থ অস্ত্র ধরিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত রহিলেন। এরূপ স্থলে শান্তিরাজ্যপতি গুহকও নিজ দল সঙ্গে উপস্থিত আছেন। তাঁহার প্রথম চেষ্টা মিটাইয়া দিবেন, শেষ অন্ততঃ যুদ্ধ রহিত করিবেন; না হয় অন্যায় পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। আর বাল্মীকি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলের হাত ধরিয়া বেড়াই-তেছেন। কেহই তাঁহাকে মানিতেছে না। বাল্মী-কির কান্নায় পাষাণ-হৃদয়ও দ্রব হয়। কিন্তু যাহারা রাজনীতিজ্ঞ; যাহারা উচ্চতর জাতি, যাহারা সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করে, যাহারা আপন প্রভুত্ব বজায় রাখি-বার জন্য আপন প্রিয়তম স্ত্রী পুত্রেরও গলায় ছুরি দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদের মন পাষাণ অপেক্ষাও কঠিনতর উপাদানে নির্ম্মিত। মানুষ লইয়া যাহারা খেলা করে, আপন সামান্য কার্য্য সাধনার্থ যাহারা লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্ব্বনাশ, এমন কি প্রাণনাশ করিতে এত টুকু সঙ্কোচ করে না, তাহাদের কি কান্নায় মন

গলে? গলুক আর নাই গলুক, বাল্মীকির বিশ্রাম নাই। তিনি একবার বশিষ্ঠের নিকট যাইতেছেন, একবার খরদূষণের হাত ধরিতেছেন। সেনাগণ, সমবেত লোকগণ তাঁহার কান্নায় অধীর হইতেছে, কিন্তু বড়লোক রাজনীতিজ্ঞ দয়া মায়া একেবারে শূন্য, দৃকপাতও করিতেছেন না। শেষ বশিষ্ঠ হুকুম দিলেন বেদীতে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত কর। অধ্বর্য্যুগণ বেদীতে আরোহণ করিলেন। বাল্মীকির ভরসা নির্ম্মূল হইল। তিনি কাঁদিয়া গুহকের সম্মুখে গড়াইয়া পড়িলেন। গুহক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। সকলেই জানে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিলেই রক্তস্রোতঃ চলিতে আরম্ভ করিবে। বেদীতে ব্রাহ্মণ উঠিয়াছে শুনিয়াই বিরোধী দল সজ্জিত হইয়া বেদীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। যাজ্ঞিক দল তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবার জন্য অপর পার্শ্বে দাঁড়াইল। গুহক ঠিক সম্মুখে, যে প্রয়োজন হইলে একবারে মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িতে পারেন। বাল্মীকি বেদীতে উঠিয়া ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অগ্নি কাড়িয়া লইলেন; শেষ নিজে কুণ্ডের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে টানিয়া বেদীর বাহির করিয়া দিল। তিনি আর আসিতে না পারেন এজন্য তিন শত সদস্য তাঁহার হস্ত পদাদি বন্ধন করিতে উদ্যত হইল। একটা মহা গোলযোগ বাধিয়া

গেল। ব্রাহ্মণেরা আবার অগ্নি জ্বালিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু এ কি হইল, অকস্মাৎ কোথা হইতে কয়েক বিন্দু জল ব্রাহ্মণদিগের গায়ে পড়িল? উপরে মেঘ নাই, অথচ জল পড়িল। জল নিশ্চয়ই অশুচি হইবে সিদ্ধান্ত করিয়া ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে অশুচি বিবেচনা করিয়া স্নানাদি করিয়া শুচি হইবার জন্য প্রস্থান করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত মহাপ্রলয় বন্ধ রহিল। সকলেরই মনে কেমন একটা অলৌকিক ভাবের উদয় হইল। কি হইবে ভয়ে সকলেই ভীত হইল। সকলেই জানিল শীঘ্রই যাহা হউক একটা ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইবে।

২

ঘুরিতে ঘুরিতে বিশ্বামিত্র পড়িতেছেন। ক্রমে ব্রহ্মার কৌশলে সেই অবস্থায় তাঁহার জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে তাঁহার মনের ভাব কি হইল, মানুষে কি লিখিবে। একবার ভাবিলেন আমি কোথায়? এক-বার চক্ষু মেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। দেখি-লেন, পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত হইল; আবার অজ্ঞান। আবার জ্ঞান হইল। আবার অজ্ঞান। আবার জ্ঞান হইল। আবার অজ্ঞান। একবার ভাবিলেন কোথায়

যাইতেছি। একবার মনে করিলেন, বুঝি নরক নিকটে। ভয়ে ভীত হইয়া আবার অজ্ঞান হইলেন।

একবার ভাবিলেন আমার সৃষ্টি কোথায়? আবার অজ্ঞান। আবার ভাবিলেন তাহা ত গিয়াছে। তখন ভাবিলেন যদি পৃথিবীতে থাকিতাম,—আবার অজ্ঞান। কেন দুরাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম,—কেন বড় হইতে গিয়াছিলাম—কেন তপ করিতে গিয়াছিলাম—কেন দিগ্বিজয় করিতে গিয়াছিলাম—কেন সব হারাইলাম। এখন কোথায় যাইতেছি জানিনা। ফিরিবার শক্তি নাই। চাহিবার শক্তি নাই। ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বামিত্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই দরবিগলিত অশ্রুধারা ব্রাহ্মণদিগের গায়ে পড়িল। রোদনে শরীর আরও ক্ষীণ হইল। আবার অজ্ঞান হইলেন। অজ্ঞান হইয়া বোধ হইল, ঋভুগণ গান করিতেছে, আর সব ভাই-ভাই গাইতেছে, বলিতেছে মানুষ যদি মানুষের উপর কর্ত্তা হইতে না চাহিত, তবে কত দিন সব ভাই ভাই হইয়া যাইত। রাজা যদি আপন কাজ করিত, কত দিন সব ভাই ভাই হইয়া যাইত। এই গান শুনিতেছেন আর মনের ভিতর তলায় যে মন আছে সেখানে দুরাকাঙ্ক্ষাকে স্থান দিব না, প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। এমন সময় চৈতন্য হইল। তখন চেতন অবস্থায় কেবল পরহিতে জীবন উৎসর্গ করিব প্রতিজ্ঞা

করিতেছেন, আবার অজ্ঞান হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিলেন।

৩

ব্রাহ্মণেরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অগ্নি জ্বালিবার জন্য যে কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড মনুষ্যাকার কি একটা পদার্থ উপর হইতে পড়িতেছে। সকলেই সেইদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে সকলের আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল। সমস্ত লোক এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত হইয়া বাক্‌শক্তি-শূন্য হইয়া রহিল। যাহারা বাল্মীকিকে ধরিয়া রাখিয়া ছিল, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বাল্মীকি দৌড়িয়া যজ্ঞকুণ্ডাভিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন একটী প্রকাণ্ড পুরুষ তথায় পড়িয়া আছেন। বাল্মীকি অলৌকিক শক্তিবলে জানিতে পারিলেন কুণ্ডস্থ মৃতপ্রায় দেহপিণ্ড বিশ্বামিত্র; তখন তাঁহার ক্রন্দনের অবধি রহিল না। তাঁহার বীণা একেবারে অতি করুণস্বরে গান ধরিল। নয়নজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন তোরা দেখ্‌, তোরা তুচ্ছ মানব, তোরা সামান্য—দেখ দেখি, যে বিশ্বামিত্র পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে, যে বিশ্বামিত্র

ব্রহ্মারও উপর হইয়াছিল, দেখ্‌রে নিয়তির বলে তাহার কি হইয়াছে। দেখ একবার সেই বিশাল বীর—সেই প্রকাণ্ড তপস্বী—সেই অদ্ভুত মনুষ্য—তাহার কি দশা হইয়াছে। দেখ দেখিরে তোরা সামান্য সুখে দুঃখে পাগল। দেখ বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি আজি ধ্বংস হইয়াছে, তাহার ব্রহ্মত্ব গিয়াছে, তাহার যা ছিল, সে যে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছিল, এখন বুঝি তাহাও নাই, এখন বুঝি তাহার জীবনও নাই। ভাব দেখি বিশ্বামিত্রের কি কষ্ট। যখন বিশ্বামিত্র—তাহারই এই দশা, তখন ভাব দেখি তোদের কি হইয়াছে। তখন মনে কর দেখি তোদের কি হইবে। ঐ দেখ ব্রহ্মা আজি বিশ্বামিত্রের জন্য কাঁদিয়া আকুল। যে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের হাতে এত লাঞ্ছনা পাইয়াছে, আজি সেও কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। অতএব তোরা ঝগড়া বিবাদ ত্যাগ কর, তোরা স্থির হয়ে থাক। জীবন দিনকত বই নয়।

সকলে নীরব হইয়া বাল্মীকির সকরুণ বীণাঝঙ্কার শুনিতে লাগিল। সকলের মন গলিয়া গেল। সকলেরই মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইল। অস্ত্র শস্ত্র বিবাদ বচসা ত্যাগ করিল। ক্রমে তাহাদের মন ফিরিল।

এদিকে ক্রমে বিশ্বামিত্রের সংজ্ঞা হইতে লাগিল।

বীণাঝঙ্কার, দূরস্থ সঙ্গীত-ধ্বনির ন্যায় তাঁহার কর্ণে লাগিতে লাগিল। তিনি মূর্চ্ছিত, কত ভীষণ স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন। ক্রমে শরীর শীতল হইতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর বিশ্বামিত্র চক্ষু মেলিলেন। বাল্মীকির গান চলিতে লাগিল। গানের মৃদুমন্দ তিরস্কার ও দয়া-ভিক্ষা বিশ্বামিত্রের মনে শরবৎ বিঁধিতে লাগিল। তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই সম্মুখে দেখিলেন ব্রহ্মা। ক্রমে সমবেত জনগণমধ্যে ব্রহ্মমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। সঙ্গে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও আবির্ভূত হইলেন। নয়ন-জলে শরীর স্নাত হইতেছে। তিনি যোড় করে ব্রহ্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কোলে করিয়া লইলেন। তাঁহার মুখচুম্বন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস আজি তুমি ব্রাহ্মণ হইলে।" বিশ্বামিত্র আবার কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন; বাল্মীকির গান চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার দয়ায় মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেব, আমি কোথায়?" ব্রহ্মা বলিলেন, "পৃথিবীতে। তোমার যন্ত্রণার আমি অবসান করিয়া দিতেছি" বলিয়া নিজ কমণ্ডলুস্থিত স্বর্গীয় বারিবর্ষণে বিশ্বামিত্রের শরীরে বল প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিলেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড রোদন করিতেছে। আর একজন গায়ক

গান করিতেছে। বশিষ্ঠ দৌড়িয়া আসিয়া বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। আজি বিশ্বামিত্রের দুর্দ্দিনে তাঁহার দয়া হইয়াছে। আর সে ভাব নাই, যে ভাবে একদিন বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ হইতে দেন নাই। সে ভাব আর নাই। কঠিনতা গলিয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং স্বহস্তে উপবীত লইয়া মন্ত্রপূত করতঃ বিশ্বামিত্রের গলে দিলেন। বলিলেন, "ভাইরে আজি তোর আমায় এক হইলাম। আজি তুই বামণ হইলি। আয় দুজনে কোলাকুলি করি"। বিশ্বামিত্র বলিলেন, "দেব, আমি না বুঝিয়া সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া তোমায় অনেক কষ্ট দিয়াছি, অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, অনেক কটূক্তি করিয়াছি। আজি আমার বিপদে তোমার চক্ষুঃ দিয়া জল পড়িতেছে। তোমার দুঃখে কিন্তু আমি এক দিনও কাঁদি নাই। আজি তোমার করুণা দেখিয়া আমার নয়নজল প্রথম পড়িল। জানিলাম ব্রাহ্মণ "বড়ই দয়ালু।" আর ব্রহ্মন্, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমায় কত কটূক্তি বলিয়াছি, তোমায় কারাগারে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিতে গিয়াছিলাম। আজি আমার বিপদে তুমি আমায় প্রাণ দিলে। "তোমার করুণা অপার।" ব্রহ্মা বলিলেন, "বৎস তোমার ন্যায় প্রকাণ্ড পুরুষকে ক্ষমা না করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার ক্ষমা গুণ বৃথামাত্র।"

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের দেখা দেখি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সব যুদ্ধ সজ্জা ত্যাগ করিয়া কোলাকুলি করিতে আরম্ভ করিল। সকলে আপনার মনোগত দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। গুহকচণ্ডাল ভয়ানক সময়, আশঙ্কা করিতেছিল, তাহার এই শুভ পরিণাম দেখিয়া আহ্লাদে ঊর্দ্ধনৃত্য করিতে লাগিল। কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞের এই পরিণাম দেখিয়া প্রথম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরে দেখিয়া শুনিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া ভাণ্ডার-স্থিত যজ্ঞার্থ আহৃত অগাধ সামগ্রী বিশ্বামিত্রের উপনয়ন উপলক্ষে অকাতরে দান করিতে লাগিলেন। আর বাল্মীকি আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন, ভাই ভাই গাইতেছেন, আর যাহাকে পাইতেছেন গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বানর কিছু জ্ঞান নাই। শেষ নাচিতে নাচিতে গাইতে গাইতে আসিয়া ব্রহ্মাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা বলিয়া চিনিতে পারিয়া একটু অপ্রতিভ হইবার যোগাড় করিতেছেন, এমন সময়ে, ব্রহ্মা তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বাল্মীকি! আজি তোমারই জয়।" বশিষ্ঠ দূর হইতে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "বাল্মীকি আজি তোমারই জয়।" বিশ্বামিত্র আলিঙ্গন করিয়া কহি-

লেন "আজি তোমারই জয়"। চারিদিক হইতে "জয় বাল্মীকির জয়" ধ্বনি উঠিতে লাগিল। গুহকের লোক চীৎকার করিয়া উঠিল "জয় বাল্মীকির জয়।" "জয় বাল্মীকির জয়।" দিগন্ত হইতে প্রতিধ্বনি আসিল, "জয় বাল্মীকির জয়।"

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল, সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে চলিয়া গেল। মনে মনে সবারই ভরসা রহিল, যে অরাজক শেষ হইল। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াই রাজ্য ত্যাগ করিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারীরা কনোজ রাজ্য গ্রহণ করিল।

ব্রহ্মা যাইবার সময় ঋষিত্রয়কে বলিয়া গেলেন সর্ব্বলোক মধ্যে ঐক্য স্থাপন মানসে নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেছেন। তোমরা তাঁহার ক্রিয়াপ্রণালী স্থির করিয়া রাখ। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম খণ্ড।

১

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি তিন জনে রাম

অবতারের ষাটিহাজার বৎসর পূর্ব্বে রাম কি করিবেন তাহার যুক্তি করিতে বসিলেন। এ ত শুদ্ধ রামায়ণের রচনাকৌশল-নির্ণয় নহে, ইহা জগতীয় জাতিগণের মধ্যে ভাই ভাই সংস্থাপনের যুক্তি; বিশ্বামিত্র নানাবিধ দশাবিপর্য্যয়ের পর মনুষ্যশক্তির ক্ষীণতা বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু ঋভুদত্ত নববৈদ্যুতবলে তাঁহার যে ভাই ভাই করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি প্রবল আছে। কৌশাম্বী-ক্ষেত্রের ব্যাপারে বশিষ্ঠের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছিল, যে বুদ্ধিবলে, নরজাতির কথা দূরে থাকুক, দুই জন মনুষ্যেরও ঐক্যসম্পাদন হইতে পারে না। কৌশাম্বীক্ষেত্রে বাল্মীকি যেরূপ বিজয় লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের উভয়েরই জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে হৃদয়ই ঐক্যবন্ধনের অমোঘ নিদান। তাঁহারা ইহাও জানিয়া ছিলেন যে এই ঐক্যবন্ধনে বাল্মীকি ব্যতীত আর কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। সুতরাং এই বিষয়ে প্রাণপণে বাল্মীকির সহায়তা করাই তাঁহাদের নিজ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছিলেন। অতএব বাল্মীকির হৃদয়, বশিষ্ঠের বুদ্ধি ও বিশ্বামিত্রের রাজনীতিজ্ঞতা একত্র হইয়া জগতের ঐক্য ও ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনার্থ নিয়োজিত হইয়াছিল।

সকলে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন, যদিও

আপাততঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে মিল হইয়া গেল, যদিও বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মিত্রতা হওয়ায়, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হওয়ায়, এ উভয় জাতির আর বিরোধ হইবার সম্ভাবনা রহিল না, তথাপি অনেকেরই মনে এই সকল ঘটনার স্মৃতি জাগরূক থাকিবে। যদিও প্রকাশ্য যুদ্ধবিগ্রহ হইবে না, তথাপি মনোমিল না হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য স্থির হইল, রাম প্রথম আসিয়া এই দুই জাতি একত্র করিবেন। তিনি অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া মিথিলারাজের কন্যা বিবাহ করিবেন ও গুহকচণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিবেন। পরশুরামের নাশ করিবেন। নাশে বাল্মীকি একান্ত অসম্মত। এ জন্য স্থির হইল পরশুরামের দর্পচূর্ণ করিবেন। এই রূপ আর্য্যসমাজ একত্র করিয়া অনার্য্যসমাজ একত্র করিতে যাইবেন। বানরদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক দলের সহিত মিলিয়া অধার্ম্মিকদলের বধ করিবেন। আবার এত প্রাণি-হিংসায় বাল্মীকি অসম্মত হইলেন, শেষ শুদ্ধ বালীমাত্র বধ করিবেন, স্থির হইল। তাহার পর অত্যাচারকারী রাক্ষসদিগের ধ্বংস করিয়া ধার্ম্মিক বিভীষণকে রাজা করিবেন। এত রাক্ষস বধেও বাল্মীকি আপত্তি করিলেন, সে আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। কারণ রাক্ষসেরা সকলেই অত্যাচারী, আর উহাদের সংশোধনও অসম্ভব।

তাহার পর নিজভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে পারদাদি রাজ্যেও শান্তি স্থাপন করিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন। স্থির হইলে বাল্মীকির উপর এই সমস্ত বৃত্তান্ত লইয়া নবরস-গ্রথিত মহাকাব্য রচনার ভার হইল।

ভার দিবার সময় বশিষ্ঠ বলিলেন রাম যেন ধার্ম্মিক চূড়ামণি হয়েন। তাঁহার শরীরে যেন পাপের লেশমাত্র থাকে না।

বিশ্বামিত্র বলিলেন শুদ্ধ তাহা হইলেই হইবে না, রাম ক্ষত্রিয় হইবেন, রাম রাজা হইবেন, সুতরাং রামের বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতা বিশেষরূপ প্রকাশিত থাকা আবশ্যক।

বাল্মীকি বলিলেন ব্রহ্মর্ষিগণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি রামকে ধার্ম্মিকও করিব না; বীরও করিব না; রাজনীতিজ্ঞও করিব না। স্বয়ং নারায়ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইতেছেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য হইবেন। তাঁহার চরিত্র বর্ণনাক্রমে আমি আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ রমণী, আদর্শ দম্পতী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পরিবার, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ রাজা, আদর্শ শাসন প্রণালী, আদর্শ ভৃত্য ও আদর্শ শত্রু দেখাইব। আপনারা আশীর্ব্বাদ করিলে আমি এই সুযোগে এমন একটী মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্দর্শনে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ব

জাতীয় ও সর্ব্বকালীন মানবগণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র যুগপৎ কহিয়া উঠিলেন,—তথাস্তু। তোমার রাম যেন চিরদিন নরজাতির আদর্শ স্বরূপ হইয়া থাকেন।

ভার প্রাপ্ত হইয়া বাল্মীকি অসাধারণ প্রতিভা বলে রামায়ণ রচনা করিয়া বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে শুনাইলেন। শুনিয়া তাঁহারা বাল্মীকিকে শত মুখে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

২

ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত নিয়মানুসারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের প্রতিপালন করিয়া সমস্ত পৃথিবীময় শান্তিস্থাপন করিলেন। তাঁহার করতলচ্ছায়ায় পৃথিবী ফল-শস্যবতী, ধনধান্য-পরিপূর্ণা হইতে লাগিল। যে সকল স্থান বিজন অরণ্য ছিল তাহা সমৃদ্ধ নগর রূপে পরিণত হইতে লাগিল। নদী সকল বাণিজ্য ও বিলাসপোতে আচ্ছাদিত হইতে লাগিল। লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দস্যুতস্করাদির নাম লোপ হইতে লাগিল। মারীভয়, সংক্রামকপীড়া, অকাল মরণ প্রভৃতি লোকে

বিস্মৃত হইয়া গেল। নৃত্য বাদিত্রাদি চতুঃষষ্টি কলাচর্চ্চায় লোকে সভ্যভব্য হইতে লাগিল। নানাবিধ শিল্প-কার্য্যের উন্নতি হইতে লাগিল। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ কর দেখিবে—অভ্রভেদী শৈলশিখরে সৌর কর প্রতিফলিত হইতেছে। যে দিকে গমন কর শ্রুতি-মধুর বেদধ্বনি, গীতধ্বনি, বাদ্যধ্বনি শ্রবণ গোচর হইবে। সর্ব্বত্রই যূথি, জাতি, মল্লিকা, মালতী, বক, কুরুবক, নবমল্লিকা, কাষ্ঠমল্লিকা, নাগকেশর, গন্ধরাজ, বকুলাদি পরিশোভিত উদ্যানরাজি ও ইন্দীবর কোকনদ পুণ্ডরীক কুমুদ কহ্লার সমূহ সুবাসিত সরসীসমূহে নাসিকার তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল। সর্ব্বদা সুবৃষ্টিতে দীন দরিদ্রজনগণেরও দুঃখ বা কষ্ট কিছুমাত্র রহিল না। লোক সংখ্যা চারিদিক হইতে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বশিষ্ঠের সুশিক্ষায় লোকের মন উন্নত হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্রের রাজনীতি চাতুর্য্যে ও ব্যবস্থা প্রণয়ন-পারিপাট্যে দেশে বিবাদ কলহাদি একেবারে শেষ হইয়া গেল। বাল্মীকিরও আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার বীণায় বিরতি রহিল না। তিনি সমস্ত পৃথিবীময় প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার বীণার গুণ গুণ ঝঙ্কার দূর হইতে শ্রবণ করিয়াই নগরবাসীরা দলে দলে শব্দ লক্ষ্য করিয়া বহির্গত হয়। তাঁহার গানের ভাব ও স্বর ক্রমেই গাঢ় প্রগাঢ়তর গাঢ়তম হইতে

লাগিল। সর্ব্বত্র এক স্বর ভাই ভাই ভাই, আমরা সবাই ভাই।

কিন্তু এখনও বাল্মীকির মন স্পষ্ট হয় নাই। পৃথিবীতে শান্তি ও ঐক্য সংস্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যথার্থ ভ্রাতৃভাব জন্মিয়াছে কি না সে বিষয়ে তাঁহার দারুণ সন্দেহ।

৩

এই রূপে সুখস্বচ্ছন্দে বৎসর কাটিতে লাগিল। বৎসরের পর বৎসর, তাহার পর বৎসর, অযুত বৎসর কাটিয়া গেল। রামচন্দ্রের বৈকুণ্ঠ প্রতিগমনের কাল উপস্থিত। লক্ষ্মণবর্জ্জন করিয়া শোকে সন্তাপে রামচন্দ্র সরযূজলে ঝাঁপ দিবেন সংকল্প করিয়া সরযূর বামতীরে প্রকাণ্ড সভা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, চণ্ডাল, রাক্ষস ও বানরাদি সকলে সভা পরিপূর্ণ। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র আজি রামায়ণ প্রচারের জন্য বাল্মীকিকে অনুরোধ করিলেন। তখন বাল্মীকি সুশিক্ষিত শিষ্য কুশ ও লবকে সমভিব্যাহারে করুণ বীণা ঝঙ্কারে গান আরম্ভ করিলেন।

বাল্মীকি বীণা বাজাইতেছেন। কুশলব গাইতেছে। শ্রোতৃবর্গ একেবারে স্থানান্তর শূন্য হইয়া উঠিতেছে। গানে কাঁদিলে কাঁদিতেছে, গানে হাসিলে হাসিতেছে।

আনন্দিত হইলে আনন্দিত হইতেছে। পূর্ব্ব লীলা স্মরণ হওয়ায় রামচন্দ্রও কখন হর্ষিত, কখন দুঃখিত, কখন রোরুদ্যমান হইতেছেন। আবার পূর্ব্বাবস্থা নবীভূত হইয়া শোক ও মোহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বাল্মীকির আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

এমন সময়ে সহসা ছায়াপথদ্বার দ্বিধা বিভক্ত হইল। আর বাল্মীকির মস্তকোপরি অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন ঋভুগণ কুশলবের সহিত একস্বরে একতানে রামায়ণ গান করিতে করিতে নামিতেছেন। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের গান ও স্বর আরও মিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহাদের মুখে গান শ্রবণ করিয়া প্রজাপুঞ্জ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ এক দিন আশা করিয়াছিলেন একবার ঋভুগণের সহিত সমস্বরে গান গান। আজি আনন্দে তাঁহাদের কণ্ঠভেদ করিয়া রামায়ণ বাহির হইতে লাগিল। ঋভুগণ, মনুষ্যগণ, ঋষিগণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া দুই হাত তুলিয়া গাইতেছেন, রামচন্দ্রও হিতাহিত-বিবেকশূন্য হইয়া সেই গানে ও নৃত্যে যোগ দিলেন। যদি ব্রহ্মা সেই সময়ে উপস্থিত না হইতেন, বোধ হয় এ নৃত্যের বিরাম হইত না।

৪

ব্রহ্মা আসিয়াও একবার এই প্রেমদশায় উন্মত্ত হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। নররূপী ভূত-ভাবনের ভাবে তিনি যে চঞ্চল হইবেন আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তিনি কষ্টে সে চাঞ্চল্য নিবারণ করিয়া রামচন্দ্রকে বৈকুণ্ঠের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। রামচন্দ্র প্রজাবৃন্দের নিকট বিদায় লইয়া সরযূর জলে ঝাঁপ দিয়া পার্থিব দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণও তনুত্যাগ করিয়া পূর্ণব্রহ্মে তিরোহিত হইলেন। প্রাচীনবয়া প্রজাবৃন্দ তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়া ঋভুদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ঋভুগণ মহা সমাদরে গাঢ় আলিঙ্গন করতঃ নূতন ঋভুদিগের সম্বর্দ্ধনা করিলেন, ও পরম প্রেমভরে আবার সেই গান ধরিলেন, যে গানে একদিন ঋষিত্রয়ের মনে বৈদ্যুতী সঞ্চালন করিয়াছিলেন।

৫

ব্রহ্মা বশিষ্ঠকে পার্থিব দেহত্যাগ করিয়া সপ্তর্ষি-গণের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বশিষ্ঠ সরযূজলে মৃন্ময় দেহত্যাগ করতঃ জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়া প্রত্যহ জগতের কার্য্য পর্য্যালোচনার্থ উদয় হইতে লাগিলেন।

বিশ্বামিত্রও দেহ ত্যাগ করিয়া ঋভুদিগের একজন প্রধান নেতা হইলেন। এখন তাঁহার জ্ঞান হইল, যে পার্থিব সাম্রাজ্য অসার, হৃদয়োন্নতিই সারাৎসার।

৭

বাল্মীকিকে স্বর্গ যাত্রার জন্য অনুরোধ করিলে বাল্মীকি বারিধারাপ্লুতনয়নে ব্রহ্মার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন দেবাদিদেব! আমি অতি পাপিষ্ঠ, আমি অতি নরাধম, আমি আপনার কথা রাখিতে পারিলাম না। আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, আজিও ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই প্রভু! আমি পাপপঙ্কে মগ্ন, স্বর্গে যাইয়া কি করিব, দয়াময়! আমি মানুষের যে অপকার করিয়াছি, সব মানুষকে সমান সুখী করিতে না পারিলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেমন করিয়া হইবে, দীননাথ! এখনও মানুষের অভিমান আছে। এখনও আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র বলিয়া অভিমান আছে। ইহাতে মানুষ সুখী হইল কই, ব্রহ্মন্। যখন এই অভিমান যাইবে তখন সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ স্বর্গে যাইবে। তখন আপনার কথা

রাখিব, দয়াময়। আমায় এবার ক্ষমা করুন, দয়াল প্রভু—

বলিয়া বাল্মীকি রোদন করিতে লাগিলেন। বাল্মীকির ভাবে ব্রহ্মার চিত্ত অস্থির হইল। এ দিকে বাল্মীকির মস্তকে ঋভুগণ-হস্তমুক্ত পুষ্প সমূহ পড়িতে লাগিল।

৮

ব্রহ্মা বলিলেন "নভোমণ্ডলে নেত্র নিক্ষেপ কর।" বাল্মীকি দেখিলেন সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সরসিজাসন-সন্নিবিষ্ট কেয়ুরবান কণককুণ্ডলধারী কিরীটীহারী হিরণ্ময় বপুঃ শঙ্খচক্রধারী মুরারি বিরাজ করিতেছেন। ভক্তি-ভাবে গদগদ হইয়া বাল্মীকি দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নারায়ণ বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বাল্মীকি অনেকবাহু, অনেকউদর, অনেকবক্তু, অনেক-নেত্র, দংষ্ট্রাকরাল অনন্তরূপ দেখিলেন। উহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। শশিসূর্য্যনেত্রে দীপ্তহতাশ-বক্তু শরীর প্রভায় দিগন্তপ্রকাশী নারায়ণ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত মধ্যস্থল পূর্ণ করিয়া রহিলেন। দেব দানব যক্ষ রক্ষ ব্রহ্মাদি সকলে মানব জীবজন্তু সকলেই সেই বিরাটের মুখে প্রবেশ করিতেছে। উহার প্রতি লোমকূপে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড নিলীন রহিয়াছে।

দেখিলেন সে বিরাট মূর্ত্তির নিকট দেবাদিও কীট, মানুষ.ত তুচ্ছ পদার্থ। দেখিয়া বাল্মীকি স্তব করিতে লাগিলেন—

"নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে
নমোস্তুতে সর্ব্বতএব সর্ব্ব
অনন্তবীর্য্যোমিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোসিসর্ব্ব ॥"

তখন ব্রহ্মা বলিলেন "বাল্মীকে! তুমি দেখ সকল মানুষ সমান, সব ভাই ভাই, আর সবাই এক। যাও পৃথিবীময় এই সাম্য ভ্রাতৃভাব ও একতা গাইয়া বেড়াও, তুমি অমর হইলে, তোমারই জয়।"

বিরাটের মুখ হইতে বিরাটস্বরে ধ্বনি হইল "জয়"।

সম্পূর্ণ।